NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ রোল অবজার্ভারের ওপর হামলা, সংবিধানের ওপর আঘাত: শুভেন্দু

ঝাড়গ্রাম জেলায় ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের উপর সমীক্ষার সিদ্ধান্ত ২

কলকাতা ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ ১৪ পৌষ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ১৯৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.12.2025, Vol.19, Issue No. 196, 8 Pages, Price 3.00

দুর্গা অঙ্গনে মমতা, বঙ্গ-ভোটের অঙ্গনে শাহ

শিলান্যাসেও চড়া হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলায় তৈরি হবে 'দুর্গা অঙ্গন'। সেই ঘোষণার বাস্তব রূপায়ণের পথে আরও এক ধাপ এগোল রাজ্য। সোমবার কলকাতার উপকণ্ঠে দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের মতোই এই প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হিডকোকে।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্গা অঙ্গন কেবল পুজোর সময়ের জন্য নয়, বছরভরই খোলা থাকবে। তাঁর কথায়, এখানে ৩৬৫ দিনই মা দুর্গার পুজো হবে। নিত্য আঙিনা হিসেবে এই জায়গা গড়ে তোলা হবে। প্রতিদিন মানুষ এসে মা দুর্গাকে দর্শন করতে পারবেন। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, তৈরি হবে দোকানপাট এবং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্গা অঙ্গনের নকশা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে এবং দিঘার জগন্নাথ ধাম যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁরাই এই প্রকল্পের কাজও করবেন।

এদিনের বক্তব্যে বারবার ফিরে আসে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্গাঙ্গন বিশ্বের এক নম্বর কেন্দ্র হয়ে উঠবে। দিনে প্রায় এক লক্ষ মানুষ এখানে আসতে পারবেন বলে তাঁর আশা। তিনি উল্লেখ করেন, দিঘার জগন্নাথ ধামে ইতিমধ্যেই এক কোটি দর্শনার্থী পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর কথায়, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই দিনটি বাংলার জন্য ঐতিহাসিক। দুর্গা অঙ্গন গড়ে ওঠার মাধ্যমে বাংলার মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হল বলে মন্তব্য করেন তিনি। ইউনেস্কোর তরফে দুর্গাপুজোর যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এসেছে, তার পরেই এই প্রকল্পের ভাবনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে যে জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল, তা ছিল প্রায় ১২ একর। কিন্তু পর্যাপ্ত পার্কিং ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর প্রয়োজনের কথা ভেবে আরও বড় জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে। নতুন জায়গাটি ১৭.২৮ একর, যেখানে দর্শনার্থীদের যাতায়াত ও সুবিধার দিকটি আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করা যাবে বলে তাঁর বক্তব্য।

একই সঙ্গে রাজ্যের অন্য ধর্মীয় ও পরিকাঠামোগত প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, মহাকাল মন্দিরের কাজ শেষ হলে সেই প্রকল্পও সম্পূর্ণ হবে। গঙ্গাসাগর সেতু নিয়ে কেন্দ্রের কাছে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করা হলেও সাড়া না মেলায় রাজ্য সরকারই উদ্যোগ নিয়েছে। প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ৫ তারিখ সেই প্রকল্পের শিলান্যাস হবে বলেও জানান তিনি।

সোমবার দুর্গা অঙ্গনের মঞ্চ থেকে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা 'তোষণের রাজনীতি'-র অভিযোগের সরাসরি জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার কলকাতার উপকণ্ঠে দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলায় তিন দিনের সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ছবি: অদিতি সাহা

সফরে মূল্যায়ন চূড়ান্ত প্রস্তুতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক তাপমাত্রা আরও কয়েক ডিগ্রি বাড়ল। তিন দিনের বিশেষ সফরে সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রের খবর, এই সফর মূলত সংগঠনিক মূল্যায়ন ও নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণের দিকে কেন্দ্রিত। সল্টলেকের রাজ্য কার্যালয়ে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, ব্যবহার করা হয়েছে স্নিফার ডগও। পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক, সাংসদ, বিধায়কদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং বুথ স্তরের কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ-সবকিছুই সূচির অন্তর্ভুক্ত।

কলকাতা বিমানবন্দরে নামতেই জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা হাতে বহু সমর্থককে দেখা যায়। স্লোগানে মুখরিত হয় বিমানবন্দর এলাকা। দলের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি স্পষ্ট করেছে, এই সফর কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং মনোবল চাঙ্গা করারও প্রয়াস। সংগঠনের ভেতরে ভেতরে কোথায় ঘাটতি, কোথায় শক্তি, তার মূল্যায়নই হবে আলোচনার অন্যতম অক্ষ বলে রাজনৈতিক মহলের মত।

সোমবার রাতেই রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে প্রাথমিক বৈঠকে অংশ নেন অমিত শাহ। আজ সাংবাদিক বৈঠকের পাশাপাশি সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে কৌশলগত আলোচনা হবে। এরপর আরএসএস-এর সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক এবং ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি পরিদর্শনের কর্মসূচিও রয়েছে তাঁর। সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে বুথকর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

অমিত শাহ সীমান্ত, সংক্রান্ত ইস্যুতেও বার্তা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'দেশের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস নয়। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা হবে এবং আইনসম্মত প্রক্রিয়ায় তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে।' তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ও নাগরিকত্ব ইস্যু যে নির্বাচনী আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে, তা অনেকেই ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন।

আজ বাঁকুড়ায় মুখ্যমন্ত্রী

■ আজ বাঁকুড়া সফরে মুখ্যমন্ত্রী। বড়জোড়ার বীরসিংহপুর ময়দানে রাজনৈতিক জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনকে মাথায় রেখে এসআইআর আবহে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্য জুড়ে চলছে এসআইআর। আর এই অবস্থায় আজ বাঁকুড়ায় যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ঘিরে প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে। বড়জোড়ার বীরসিংহ ময়দানে তৈরি হয়েছে সভামঞ্চ। তার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ ফুট, প্রস্থ ৬০ ফুট।

আরাবল্লী নির্দেশ

■ আরাবল্লী মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ২০ নভেম্বরের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। যেখানে বলা হয়েছিল ১০০ মিটারের অধিক উচ্চতার ভূমিকেই পাহাড় বলে গণ্য করা হবে। পাশাপাশি এই মামলায় বিতর্কিত বিষয়গুলি পুনর্বিবেচনায় বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সেই রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত খনন কাজ চালানো যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের তরফে। শুধু তাই নয়, এই ইস্যুতে কেন্দ্র-সহ আরাবল্লী রেঞ্জে অবস্থিত রাজ্যগুলিকে নোটিস পাঠিয়েছে আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ২১ জানুয়ারি।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

শুনানিতে নয় বিএলএ-২: কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিএলএ-২ দের এসআইআর সংক্রান্ত শুনানি কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। জেলাশাসকদের স্পষ্ট বার্তা নির্বাচন কমিশনের। শুনানি পর্বে বিএলএ-২ রা যাতে থাকেন, সেই দাবি জানিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে আজ সোমবার সকাল থেকে হুগলিতে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে শুনানিপর্ব। তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন, বিএলএ ২ দের শুনানিতে রাখতে হবে, না হলে বন্ধ থাকবে এই প্রক্রিয়া। মানবিক কারণে যদিও পরে সেই বিক্ষোভ তুলে নেন। এই ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসে নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয়, এসআইআরের শুনানি পর্বে কোনও বুথস্তরের এজেন্ট অর্থাৎ বিএলএ ২ দের ঢুকতে দেওয়া যাবে না বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়। শুধু তাই নয়, কোনওভাবেই শুনানি প্রক্রিয়া আটকে রাখা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে।

যদিও এদিন কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে ফের এই ইস্যুতে সরব হয় তৃণমূল। সোমবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচন দপ্তর অর্থাৎ সিইও'র দ্বারস্থ হন তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল। কেন হিয়ারিংয়ে বিএলএরা থাকবেন না, তা নিয়ে সরব হন তাঁরা। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'পশ্চিমবঙ্গের চলমান স্পেশ্যাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। কোনও সরকারি ঘোষণা ছাড়া প্রশাসনিক চাপের মাধ্যমে ভোটারদের হাজিরা বাধ্য করা হচ্ছে। এটি সংবিধানিক দায়িত্ব ও ভোটারের আস্থা রক্ষার চেয়ে ব্যর্থতার পরিচয়।'

রবিবার ১ লক্ষ ২০ হাজার বিএলএ ২-র সঙ্গে ভারচুয়াল বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যেখানে একাধিক সিদ্ধান্তের কথা জানান। পাশাপাশি শুনানিকেন্দ্রে বিএলএ ২ দের উপস্থিতি নিয়েও অভিষেক বার্তা দিয়েছিলেন বলে খবর। এরপরেই সোমবার সকাল থেকে ময়দানে নামেন হুগলির তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। চুঁচুড়া-মগড়া ব্লক অফিসে গিয়ে এসআইআরে শুনানি সংক্রান্ত কাজ বন্ধ করে দেন। কেন বিএলএ ২ দের শুনানিপর্বে থাকতে দেওয়া হবে না, সেই দাবি জানিয়ে শুনানি সংক্রান্ত বন্ধ রাখেন।

শুধু হুগলিই নয়, বিএলএ ২দের শুনানি পর্বে ঢুকতে দিতে হবে, এই মর্মে এদিন জেলার বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের তরফে বিক্ষোভ দেখানো হয়। যদিও এই ঘটনার পরেই নির্বাচন কমিশনের তরফে সমস্ত জেলাশাসকের কাছে একটি নির্দেশিকা পাঠানো হয়। যেখানে স্পষ্ট জানানো হয়, কোনওভাবেই শুনানি পর্বে বিএলএ -২ দের ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এমনকী এজন্য শুনানিপর্ব যাতে না আটকায় তাও নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে কমিশনের তরফে। পাশাপাশি এমন ক্ষেত্রে প্রয়োজনে জেলাশাসককে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে হবে এবং বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে বলেও জানানো হয়েছে।

বিশেষ নির্দেশ

■ এবার রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার সময় বয়স্ক ও অসুস্থ ভোটারদের শুনানিতে হাজির হতে বাধ্য করা যাবে না, এমনই স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন দপ্তর। কাদের ক্ষেত্রে বাড়িতে গিয়ে হিয়ারিং করা হবে, সেই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, যাঁরা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, সন্তানসম্ভবা এবং নির্বাচন কমিশনের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সি ভোটার, গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ভোটারদের ক্ষেত্রে বিশেষ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। তবে পঁচাশি বছরের নীচে যাঁদের বয়স, তাঁদের হিয়ারিংয়ের জন্য আসতে হবে।

উন্নাও ধর্ষণে জামিন স্থগিত

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর: উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া কুলদীপ সিং সেঙ্গারের জামিন পাওয়ার নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের ফলে আপাতত জেলমুক্তি হচ্ছে না বিজেপির বহিষ্কৃত ওই বিধায়কের। গত মঙ্গলবার বিজেপির বহিষ্কৃত নেতা কুলদীপের জামিন মঞ্জুর করেছিল দিল্লি হাইকোর্ট। তার পর জামিন মঞ্জুরের নির্দেশের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কুলদীপ। সেই মামলায় গত মঙ্গলবার বিজেপির বহিষ্কৃত নেতার জামিন মঞ্জুর করেছিল আদালত। হাইকোর্ট ১৫ লক্ষ টাকা ব্যক্তিগত বন্ডে কুলদীপের সাজা মকুব করে। আদালত আরও জানায়, উন্নাওয়ের নির্যাতিতার বাড়ির পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না কুলদীপ। নির্যাতিতার পরিবারকে হুমকি না-দেওয়ারও নির্দেশও দেয় উচ্চ আদালত। তবে জামিনের ওই নির্দেশের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে যায় উন্নাওকাণ্ডের তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

আবার জ্বলল বাড়ি, দ্বেষের আগুনে পুড়ছেই বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর: ছাত্র নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকে ফের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বাংলাদেশে। বিদ্বেষের আগুনে পুড়ছে গোটা দেশ। লাগাতার হামলা চলছে সংখ্যালঘুদের উপর। এবার পিরোজপুরে জেলায় পর পর অন্তত পাঁচটি হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। তবে ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ২৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পিরোজপুর। সূত্রের খবর, সোমবার ভোরে ডুমরিতলা গ্রামের অন্তত পাঁচটি হিন্দু বাড়িতে পর পর আগুন লাগিয়ে দেয় একদল দুষ্কৃতী। সেই সময় ঘরের ভিতরেই ঘুমাচ্ছিলেন সদস্যরা। আগুন টের পেতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা। তড়িঘড়ি বাইরে বেরোতে গেলে দেখেন দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। কোনও মতে বাঁশের দেওয়াল ভেঙে তাঁরা বাইরে বেরোন। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে হুলস্থূল পড়ে যায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। সূত্রের খবর, পাঁচটি বাড়িই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। হামলার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, ওসমান হাদির খুনি, পরিকল্পনা এবং সাহায্যকারীদের গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি আরও তিনটি দাবি তুলল ইনকিলাব মঞ্চ। রবিবার রাত পৌনে ১০টা নাগাদ (বাংলাদেশের স্থানীয় সময় অনুসারে) ঢাকার শাহবাগ চত্বরে তাদের 'সর্বাত্মক অবরোধ' কর্মসূচি থেকে এই চার দফা দাবির কথা ঘোষণা করা হয়। দাবিপূরণের জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে সময়ও বেঁধে দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের প্রধান দাবি হল হাদির খুনি এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত প্রত্যেককে বিচারের আওতায় আনতে হবে। তাদের বাকি দু'টি দাবি ভারত সম্পর্কিত।

আর 'বঙ্গবন্ধু' নন মুজিবুর

■ আত্মবিস্মৃতির পথে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আরও শক্তপোক্ত হল 'বঙ্গবন্ধু' মুজিবুর রহমানকে মুছে দেওয়ার কাজ। এবার নয়া শিক্ষাবর্ষে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে মুজিবের ভাষণ অংশ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি তুলে দেওয়া হল! বদলে লেখা হয়েছে শুধুমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান। অথচ গত বছরের পাঠ্যবইতেও তাঁর পরিচয় জানানো হয়েছিল যথাযথ গুরুত্ব সহকারে।

মহিলা হোমগার্ড খুনের তদন্তে সিট গঠন, পলাতক অভিযুক্ত এসআই

প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের জের?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যানিং থানার হোমগার্ডের রহস্যমৃত্যুর তদন্ত করতে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করল পুলিশ। ছয় সদস্যের ওই তদন্তকারী দলের প্রধান করা হয়েছে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপান্তর সেনগুপ্তকে। অন্য দিকে, হোমগার্ডকে খুনে অভিযুক্ত ক্যানিং থানার সাব-ইনস্পেক্টর সায়ন ভট্টাচার্য বর্তমানে পলাতক বলে পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবেই পুরো ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। খুন না আত্মহত্যা, এখনও পরিষ্কার করে জানায়নি পুলিশ। সোমবার জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করেছে তারা। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর চেয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ক্যানিং থানার পুলিশ কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার হয় মহিলা হোমগার্ড গুলজান পারভিন মোল্লা ওরফে রেশমি মোল্লার দেহ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার বাসিন্দা তিনি। শুক্রবার তাঁকে ফোনে না পেয়ে কোয়ার্টারে গিয়েছিলেন বোন রুকসানা খাতুন। তিনিই দিদির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। হোমগার্ডের পরিবারের দাবি, রেশমি আত্মহত্যা করতে পারেন না। তাঁকে খুন করা হয়েছে। তারা অভিযোগ তুলেছে ক্যানিং থানারই সাব-ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে। ওই মর্মে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মৃতার কাকা। তাঁর অভিযোগ, ভাইঝির সঙ্গে প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক ছিল ওই পুলিশকর্মীর।

রাজ্যজুড়ে শৈত্য এক্সপ্রেস, হাড়হিম বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে শীতের আঘাত অব্যাহত। সোমবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২-২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আটকে, রাত্রি নামে ১২-১৪ ডিগ্রিতে। সন্ধ্যা গড়াতেই কুয়াশার ঘন চাদর আকাশ ঢেকে দিচ্ছে, দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে রাস্তায় বিপদ বাড়াচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের সতর্কবাণী এই হিমশীতল পরিস্থিতি আরও কয়েক দিন চলবে, তারপর তাপমাত্রা সামান্য স্থির হতে পারে।

সোমবারে ঠান্ডার তথ্যে রাজ্যের গড় দিনের তাপমাত্রা ছিল ২২.৫ ডিগ্রি, রাতে ১৩ ডিগ্রির নিচে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি চূড়ায় শৈত্য প্রবাহ তীব্রতর, মেদিনীপুরের সমতলে হিমেল হাওয়া কাঁপাচ্ছে হাড়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উচ্চভূমি ও নিম্নাঞ্চলে তাপমাত্রা আরও ২-৩ ডিগ্রি নেমে আসতে পারে, পাহাড়ে হালকা শুষ্ক শীতকালীন ঝড়ের সম্ভাবনা। সোমবারের কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আগামী ২-৩ দিন কুয়াশা ও ঠান্ডা বাতাসের জোর বাড়বে, ভোর-সন্ধ্যায় থাকবে ঠান্ডার তাণ্ডব চরমে। রাত্রিকালীন শৈত্য প্রবাহ তাপমাত্রাকে স্বাভাবিকের নিচে চাপিয়ে ধরবে।

শীতের এই কামড়ের হাত থেকে বাঁচতে সকালে বাইরে পা দেওয়ার আগে উষ্ণ পোশাক, মোজা-শাল জড়িয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তাপমাত্রার হঠাৎ ধস দিনের উষ্ণতাকেও হতাশ করবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৮/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১১৪ নং এফিডেভিট বলে Deepak Kumar S/o. Suryadeo Choudhary ও Deepak Kumar Choudhary S/o. Surya Deo Choudhary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NAME CHANGE

I, **REJINA BIBI**, W/o- Moinul Haque, residing at Vill.- Mamudpur, P.O. - Digsui, P.S.- Mogra, Dist.-Hooghly, Pin-712148 declare that **REZAUL HAQUE** is my Son, in his Birth Certificate (being no. 839, dt. 20.07.2015) my name (mothers name) has been recorded as **RAJINA BIBI** in place of **REJINA BIBI**. That **REJINA BIBI** & **RAJINA BIBI** is same and one identical person vide affidavit no. 43, dt. 24.12.2025 sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate Hooghly at Chinsurah.

পদবী পরিবর্তন

আমি **রেখা পাল সরকার,** সৌমিত্র পালের স্ত্রী, ২/৩৯এ, কে.পি. রায় লেন, পোস্ট অফিস- হালতু, থানা-গড়ফা, কলকাতা-৭০০০৭৮, পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করি। আমি আমার পদবি পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে রেখা সরকার পাল নামে পরিচিত থাকব, এই নাম পরিবর্তন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক আলিপুর আদালত, জেলা ২৪ (পরগনা) দক্ষিণ, পশ্চিমবঙ্গে-২৪.১২.২০২৫ তারিখের হলফনামা নং (৭৯১৫৩) এর মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে। রেখা পাল সরকার এবং রেখা সরকার পাল উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

I, Nelardi Singharoy, S/O- Lt. Nemaichand Singharoy, (নিলাদ্রী সিংহরায়, পিতা- মৃত নিমাইচাঁদ সিংহরায়), Residing at Vill- Ajodhya, Ward No- 10, P.O.- Chandrakona, P.S.- Chandrakona, Dist- Paschim Medinipur, Pin- No- 721201, W.B. According to Aadhaar & PAN card documents my name Nelardi Singaroy, S/O- Lt. Nemaichand Singharoy (নিলাদ্রী সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাইচাঁদ সিংহ রায়) and my Voter Identity Card my name Niladri Singharaya, S/O- Lt. Nemaichand Sinharaya (নিলাদ্রী সিংহরায়, পিতা- মৃত নিমাইচাঁদ সিংহরায়) but Regd. Gift deed No- 1643 of 1980, Date of Regn. 09/04/1980, A.D.S.R.- Chandrakona & Land record under P.S. Chandrakona, Mouza- Raghunathgarh, J.L No- 087, Khatian, No- 342 my name Nityananda Singha Roy, S/O- Lt. Nemai Chand Singha Roy (নিত্যানন্দ সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই চাঁদ সিংহ রায়)

That my name Nelardi Singharoy, S/O- Lt. Nemaichand Singharoy (নিলাদ্রী সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাইচাঁদ সিংহ রায়), Niladri Sinharaya, S/O- Lt. Nemaichand Sinharaya (নিলাদ্রী সিংহরায়, পিতা- মৃত নিমাইচাঁদ সিংহরায়) & Nityananda Singha Roy, S/o- Lt. Nemai Chand Singha Roy (নিত্যানন্দ সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই চাঁদ সিংহ রায়) am the one & self same identical person. vide an affidavit no 28 before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Ghatal on dated 04/04/2025.

CHANGE OF NAME

I, Shivani Kumari D/o Ashok Kumar, residing at Golebazar, Old Settlement, Ward No.- 21, P.O.- Kharagpur, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur - 721301, W.B. My name has been wrongly recorded as SIMINE KUMARI D/o ASOK KUMAR in my Aadhar card no. **** **** 7386. By an affidavit No- 14950 dated 15/12/2025 in the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st class) at Kharagpur, I, SHIVANI KUMARI D/o ASHOK KUMAR and SIMINE KUMARI D/o ASOK KUMAR is one and same identical person.

নাম-পদবী

আমি ইমরান সেখ পিতা- জাহান্নবি সেখ, মাতা- সাহিনুর বিবি সর্ব সাং গ্রাম হাটখোলা ডাক মহাখোলা, থানা- চাপড়া জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ডাকসুচক ৭৪১১২৩ ইং ২৩/১২/২০২৫ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর প্রথম শ্রেণীর নির্বাহী আদালতের এফিডেভিট বলে (ক্রমিক সংখ্যা ২০২০৫) আমরা ইমরান সেখ, পিতা- জাহান্নবি সেখ, মাতা- সাহিনুর বিবি থেকে ইমরান মন্ডল, পিতা- জাহান্নবি মন্ডল ও মাতা সাহিনুর মন্ডল নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি, Rakibul Khan S/O- Late Hafikur Rahaman Khan, গ্রাম- কুচাইডাঙ্গা, পোঃ- বাগচী যমশেরপুর, থানা- হোগলবেড়িয়া, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ। গত ২৯.১২.২০২৫ তারিখে তেহট্ট নোটারি পাবলিকে এফিডেভিট বলে আমার বাবা Hafikur Rahaman Khan ও Kalu Khan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন।

বিজ্ঞপ্তি

I, Hemadry Singo Roy, S/O- Lt. Namay Singo Roy, (হিমাদ্রী সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই সিংহরায়), Residing at Vill- Ajodhya, Ward No- 10, P.O.- Chandrakona, P.S.- Chandrakona, Dist- Paschim Medinipur, Pin- No- 721201, W.B. According to Aadhaar & PAN card documents my name Hemadry Singo Roy, S/O- Lt. Namay Singo Roy (হিমাদ্রী সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই সিংহ রায়) and my Voter Identity Card my name Himadri Sinharay, S/o- Lt. Nimai Sinharay (হিমাদ্রী সিংহরায়, পিতা- মৃত নিমাই সিংহরায়) but Regd. Gift deed No- 1643 of 1980, Date of Regn. 09/04/1980, A.D.S.R.- Chandrakona & Land record under P.S. Chandrakona, Mouza- Raghunathgarh, J.L No- 087, Khatian, No- 341 my name Gouranga Singha Roy, S/o- Lt. Nemai Chand Singha Roy (গৌরাঙ্গ সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই চাঁদ সিংহ রায়)

That my name Hemadry Singo Roy, S/O- Lt. Namay Singo Roy (হিমাদ্রী সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই সিংহ রায়), Himadri Sinharay, S.o- Lt. Nemai Sinharay (হিমাদ্রী সিংহরায়, পিতা- মৃত নিমাই সিংহরায়) & Gouranga Singha Roy, S/o- Lt. Nemai Chand Singha Roy (গৌরাঙ্গ সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই চাঁদ সিংহ রায়) am the one & self same identical person. vide an affidavit no 01 before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Ghatal on dated 04/04/2025.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী বৈদ্যনাথ সিংহ রায়** পিতা ৺বিষ্ণুচরন সিংহ রায়, সাকিম ১/এ, সল্টলেক, সেক্টর ৩, সল্টলেক, বিধাননগর, উঃ ২৪পরগণা-৭০০০৯৭, মহাশয় বিগত ইং ২৭/০৪/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02975/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **২)শ্রীমতী সুস্মিতা বর্মন**, স্বামী শ্রী সত্যজিৎ [illegible]

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে ডিসেম্বর, ১৪ ই পৌষ। মঙ্গল বার। একাদশী তিথি, জন্মে মেষ রাশি অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেকশন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিল্ডিং নং-১৮, মেছনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬২৫৩৬৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার গুড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৯১৯৮

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯১২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা: কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩০৩৬৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৬৪৩৪৮৩০০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রো:- কৃষ্ণ দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৪৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনস্থ অ্যাড এজেন্সি,
সুব্রজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৩০৫২

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী বৈদ্যনাথ সিংহ রায়** পিতা ৺বিষ্ণুচরন সিংহ রায়, সাকিম ১/এ, সল্টলেক, সেক্টর ৩, সল্টলেক, বিধাননগর, উঃ ২৪পরগণা-৭০০০৯৭, মহাশয় বিগত ইং ২৭/০৪/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02975/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **২)শ্রীমতী সুস্মিতা বর্মন**, স্বামী শ্রী সত্যজিৎ [illegible]

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

মগরাহাটে রোল অবজার্ভারের ওপর হামলা, সংবিধানের ওপর আঘাত: শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরাহাট: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট বিধানসভা এলাকায় সোমবার নির্বাচন কমিশনের রোল অবজারভার সি মুরুগানের ওপর হামলার ঘটনা তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। এই ঘটনায় তৃণমূলের স্থানীয় সমর্থকদের উপস্থিতি এবং হিংসাত্মক আচরণকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, মমতা ব্যানার্জির শাসনের আরও একটি লজ্জাজনক অধ্যায়। অবিচলভাবে দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তা মুরুগানকে উগ্র তৃণমূল সমর্থকরা হামলা ও হেনস্তা করেছে। এটা শুধু এক ব্যক্তির ওপর আক্রমণ নয়, এটি গণতন্ত্র ও সংবিধানের ওপর সরাসরি আঘাত। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, মমতা ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গ এখন এমন এক পরিবেশে পরিণত হয়েছে যেখানে সংবিধান অনুসারে দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তারা শিকার হয়ে পড়ছেন। এটি পূর্বপরিকল্পিত হামলা, স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদের সদস্য মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে সংগঠিত।

শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি নির্বাচন কমিশনকেও প্রশ্ন ছুঁড়েছেন, যদি মাঠে দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তাদের রক্ষা করতে পারছেন না, তাহলে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীন ও ন্যায্য নির্বাচন নিশ্চিত করবেন, যেখানে উগ্র তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীরা মুক্তভাবে ঘোরাফেরা করছেন? শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, বিরোধী দল তৃণমূল শাসিত রাজ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা এবং অবাধ ভোটাধিকার নিয়ে উদ্বিগ্ন।

নথি যাচাইয়ে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে বিশেষ পর্যবেক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরাহাট: মগরাহাটে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগানের নথি যাচাই অভিযান হঠাৎ উত্তাপের মুখে পড়ল। সোমবার সকালেই একটি স্কুলে স্থাপিত হিয়ারিং সেন্টারে যাচাইয়ের কাজ চালাচ্ছিলেন মুরুগান। তার আগেই শতাধিক ভোটার স্কুল চত্বরে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে।

বিএলএ-২ প্রতিনিধিদের শুনানি কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা, এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের বাড়ি গিয়ে শুনানি না হওয়া; এই ইস্যুগুলোকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে। উত্তপ্ত পরিস্থিতি বুঝতে পেরে উস্থি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মুরুগান যখন স্কুল থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন বিক্ষোভকারীরা তাঁকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন তোলেন, বিএলএ-২ প্রতিনিধিদের কেন কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না? এই উত্তেজনার মধ্যে মুরুগান মাইক্রো অবজারভারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে নথি যাচাই ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করেন। এছাড়া, যেকোনো সমস্যায় কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন তিনি।

তারপর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও তৃণমূল নেতা মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বিক্ষোভকারীরা পুনরায় মুরুগানকে ঘিরে ধরে একই দাবি জানান। অভিযোগ উঠেছে, সেই সময় মুরুগানের গাড়িতে হামলা চালানো হয় এবং গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়। মুরুগান ঘটনার প্রসঙ্গে জানান, এ নিয়ে আমি কিছু বলব না। তবে হ্যাঁ, আমি আমার কাজ করতে এসেছি। হিয়ারিং কেমন চলছে তা দেখতে এসেছি।

কুয়াশার চাদরে যোগাযোগের যন্ত্রণা ট্রেন-বিমান পরিষেবায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দক্ষিণবঙ্গে ঘন কুয়াশার তাণ্ডব চলাচলের নারীকী করে দিয়েছে। রেলপথে দূরপাল্লার ট্রেনগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেট, বিমানও বাতিল-বিলম্বের ফাঁদে আটকে। আধুনিক যাতায়াতের চাকা থেমে যাচ্ছে এই হিমেল আড়ালে। রেলের পরিষেবায় বিলম্ব। স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, কুয়াশার জন্য দৃষ্টিসীমা ধোঁয়াটে হয়ে গেছে; চালকরা সিগন্যাল ধরতে পারছেন না, গতি কমিয়ে নিরাপদ চালনা চালু। ফলে নয়াদিল্লি, আনন্দবিহার, হযরত নিজামউদ্দিন থেকে আসা ট্রেনগুলো ৩-৫ ঘণ্টা পর্যন্ত দেরি করে পৌঁছাচ্ছে। উত্তর রেলের সতর্কতা, নিরাপত্তার জন্যই এই ধীরগতি, যাত্রীদের আগে থেকে স্ট্যাটাস চেক করার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া কলকাতা এয়ারপোর্টসহ আশপাশে দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের নিচে খসে পড়ায় ফ্লাইটগুলোর অবস্থা করুণ। বহু ফ্লাইট বাতিল, বাকিগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায়। বিমান কোম্পানি ও কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের আপডেট দিচ্ছে, কিন্তু কুয়াশার জেরে বিঘ্ন অব্যাহত।

আবহাওয়া বিভাগের পূর্বাভাস, শীতকালীন এই ঘন কুয়াশা দক্ষিণবঙ্গে কয়েকদিন ধরে থাকবে, চলাচলের এই বাধা-দেরি চলতেই থাকবে। যাত্রী-পথিকরা সজাগ হোন; ট্রেন-ফ্লাইটের সর্বশেষ খবর যাচাই করে বেরনোর বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

পিকনিকের আনন্দ থেমে দাঁড়াল আতঙ্কে, ২২ পর্যটক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাথরপ্রতিমা: পাথরপ্রতিমা থেকে দিঘার উদ্দেশে ট্রলারে পিকনিক করতে যাওয়া ২২ জন পর্যটকের আনন্দ মুহূর্ত অচিরেই রূপ নিল ভয়াবহ আতঙ্কে। হঠাৎ ট্রলারের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে ট্রলারটি জলের স্রোতে বঙ্গোপসাগরের দিকে ভেসে যেতে থাকে। চারিদিকে শুধুই পানি, আর আশ্রয় নেই;সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আতঙ্কগ্রস্ত পর্যটকেরা।

ঠিক সেই সময় উদ্ধার হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের হেল্পলাইন নম্বর। এক পর্যটক সেই নম্বরে ফোন করে সাহায্য চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য দপ্তর, উপকূলরক্ষী বাহিনী ও স্থানীয় ট্রলার মালিকদের সমন্বয়ে শুরু হলো উদ্ধার অভিযান। শেষ পর্যন্ত সবাই নিরাপদে পাথরপ্রতিমায় পৌঁছন। পুলিশের ভারপ্রাপ্ত সুপার মিতুনকুমার দে বলেন, 'পর্যটকদের শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে, সবাই সুস্থ আছে। ট্রলারের যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত করে তাঁদের ফেরানো হবে।' পর্যটকেরা পুলিশ, প্রশাসন ও উদ্ধারকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হেল্পলাইন নম্বর ছড়িয়ে দেওয়ার প্রশংসা করেছেন।

কলকাতার ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে মহিলাদের ক্ষমতায়ন কেন্দ্রিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও সফল মহিলারা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা, পেশাদার জীবন ও তার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য একত্রিত হন। অনুষ্ঠানের শীর্ষক ছিল 'পারপাস ড্রিভেন ওম্যান লিডার্স রিডিজাইনিং ইন্ডিয়াস ডেভেলপমেন্ট স্টোরি। উপস্থিত ছিলেন সাইকোথেরাপিস্ট ড. মীনু বুধিয়া (ফাউন্ডার, ক্যারিং মাইন্ডস ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড আই ক্যান ফ্লাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল), প্রিয়দর্শিণী ভট্টাচার্য (আইএএস, পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, গভর্মেন্টফ ওয়েস্ট বেঙ্গল) সহ অন্যান্যরা।

ঝাড়গ্রাম জেলায় ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের উপর সমীক্ষার সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের ১০টি ব্লকে ভূগর্ভস্থ জলস্তর সংকটজনক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় রাজ্য সরকার জল সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিস্তারিত পরকল্পনা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে জেলায় জেলায় ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থা নিয়ে সমীক্ষা করা হবে। যার প্রথম দফায় সংকটজনক জেলাগুলির অন্যতম ঝাড়গ্রাম জেলায় ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের উপর সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে আরও কড়া নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ আনতেই এই উদ্যোগ।

রাজ্য সরকারের সারফেস ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন ইতিমধ্যেই একটি সংস্থাকে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে, যাঁরা ঝাড়গ্রামে ভূগর্ভস্থ জল সংক্রান্ত সমীক্ষা ও তদন্তের কাজ করবে। এই সমীক্ষার আওতায় সেচ, শিল্প, বাণিজ্যিক ব্যবহার, গৃহস্থালি, পরিকাঠামো নির্মাণ ও খনন; সব ক্ষেত্রেই কতটা ভূগর্ভস্থ জল তোলা হচ্ছে, তার বিস্তারিত হিসাব নেওয়া হবে। পাশাপাশি ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন নির্দিষ্ট এলাকায় নিয়মিত ভূগর্ভস্থ জলের স্তর পর্যবেক্ষণ এবং জলের নমুনা সংগ্রহ করে গুণগত পরীক্ষাও করা হবে। আগামী দিনে কলকাতা সহ অন্যান্য জেলাতেও একই ধরনের সমীক্ষা করা হবে।

প্রশাসনের দাবি, এই সমীক্ষার ভিত্তিতেই জেলা স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে; কোন এলাকায় জল উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া হবে, কোথায় তা সীমিত বা সংশোধিত করা দরকার। ফলে একক কোনও রাজ্যব্যাপী নিষেধাজ্ঞার বদলে, স্থানীয় বাস্তবতার উপর নির্ভর করেই অনুমতির সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।

ঝাড়গ্রাম জেলা মূলত কৃষিনির্ভর। শুকনো মরসুমে সেচ ও ক্রমবর্ধমান পরিকাঠামোগত চাহিদার কারণে এখানকার ভূগর্ভস্থ জলের উপর চাপ বাড়ছে। প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, ভবিষ্যতের জল সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আপডেট ও জেলা-নির্দিষ্ট তথ্য অত্যন্ত জরুরি। এই উদ্যোগের গুরুত্ব আরও বেড়েছে চলতি বছরে সংসদে পেশ হওয়া তথ্যের পর। কেন্দ্রের জলশক্তি মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে বছরে প্রাপ্য ভূগর্ভস্থ জলের প্রায় ৪৫.৬ শতাংশ ব্যবহার করছে। রাজ্যসভায় দেওয়া উত্তরে জানানো হয়েছে, রাজ্যের ১০টি ব্লককে 'ক্রিটিক্যাল' হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এখনও কোনও ব্লককে 'ওভার-এক্সপ্লয়টেড' ঘোষণা করা হয়নি। তবে পরিস্থিতি যাতে আরও খারাপ না হয়, সে জন্য নিয়মিত নজরদারি, নিয়ন্ত্রণ ও রিচার্জ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

কেন্দ্রের বক্তব্য, ভূগর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনা মূলত রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হলেও, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে কেন্দ্র এই কাজে পাশে থাকে। তারই অংশ হিসেবে গত চার বছরে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২ লক্ষ ৩৩ হাজার জল সংরক্ষণ ও কৃত্রিম রিচার্জ প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড রাজ্যজুড়ে প্রায় ৪২ হাজার বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও কৃত্রিম রিচার্জ কাঠামো তৈরির সুপারিশ করেছে।

রাজ্য প্রশাসনের মতে, ঝাড়গ্রামে প্রস্তাবিত এই সমীক্ষা ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীল এলাকাগুলিতে দীর্ঘ মেয়াদী জল ব্যবস্থাপনার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে চলেছে।

২০০২-এ নাম ছিল, এখন উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে

এসআইআর নিয়ে কল্যাণ ঘোষের বিস্ফোরণ, পাল্টা তোপ উমেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে ডোমজুরে রাজনৈতিক থার্মোমিটার ছাড়াল তাপমাত্রা। ডোমজুরের বিধায়ক ও হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্যাণ ঘোষ সরাসরি অভিযোগ তুললেন; বৈধ ভারতীয় নাগরিকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে পরিকল্পিতভাবে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, ২০০২ সালের তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, আজ তাঁদের 'অবৈধ' দেখিয়ে বাদ; এটাই এসআইআরের আসল খেলা। কল্যাণ ঘোষ পরিসংখ্যান টেনে বলেন, ১৫ হাজারের তালিকা থেকে এক ধাক্কায় ৫০,৬০ জনের নাম উধাও, এটা ভুল নয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনীতি। তাঁর অভিযোগ, বহু মানুষকে ভুতুড়ে দেখানো হয়েছে এবং ৯০০-রও বেশি বৈধ ভোটারকে বাস্তুহীন বা অনুপস্থিত দেখিয়ে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, বহু বছর ধরে এখানে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদেরই আজ 'বাংলাদেশি' বা 'রোহিঙ্গা' তকমা দেওয়া হচ্ছে। তিনি নাম সহ উদাহরণ টেনে বলেন, নিতাই সরকার, নারায়ণ মাঝি, তজ্জুল মাহতি, গীতারানি পাল, কাশীনাথ হালদার; ২০০২-এ নাম ছিল, আজ তালিকায় সাফ। এটা কি কাকতালীয়? কল্যাণ ঘোষের আরও অভিযোগ, মায়ের, বাবার নামের সঙ্গে পারিবারিক যোগ স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও অনেকে বাদ পড়ছেন। তাঁর তীব্র মন্তব্য, ৮০ বছরের মানুষকে ১০ কিলোমিটার দূরে শুনানিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; এটা সংশোধন নয়, নিপীড়ন। তিনি সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে বলেন, এসআইআরের নামে তালিকা কাটাকাটি নয়, তৃণমূলের ভোটব্যাংক খালি করাই লক্ষ্য। ভয় দেখিয়ে নাম উধাও করাই তাঁদের কৌশল। কল্যাণের অভিযোগকে মিথ্যা বলে বিজেপির পক্ষ থেকে পাল্টা দাবি করলেন দলের রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই। তিনি পাল্টা আক্রমণে সুর চড়িয়ে অভিযোগ করেন, তালিকা শুদ্ধকরণের কাজ শুরু হতেই তৃণমূলের স্বার্থে আঘাত লেগেছে বলেই এত চিৎকার। তিনি দাবি করেন, মৃত ব্যক্তি, রাজ্যের বাইরে থাকা মানুষ, এমনকী টাকা দিয়ে আসা বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা; বহুদিন ধরেই তালিকায় নাম ছিল। তাঁর কটাক্ষ, যাঁরা তৃণমূলের পতাকা তুলেছিলেন, অনেকে আজ এলাকায় থাকেনই না; তাই পালাচ্ছেন। উমেশ রাইয়ের কড়া সতর্কবার্তা; যাঁদের বৈধ নথি নেই, তাঁদের নাম তালিকায় থাকবে না। ফর্ম ৬ বা ৯ দিয়ে আর ফাঁকি চলে না। তাঁর দাবি, এই সমগ্র প্রক্রিয়া চলছে পরিষ্কার নির্দেশে, শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগেই ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ; তৃণমূল তাই রাতদিন স্বপ্নেও তাঁকে দেখছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার

মুখ্যমন্ত্রীর নাম ভাঁড়িয়ে ঋণ! ফাঁদে পা দেবেন না, কড়া সতর্কতায় রাজ্য পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও ছবি ভিজ্যুয়াল টোপ বানিয়ে রাজ্যজুড়ে নতুন প্রতারণা চক্র সক্রিয়, এবার সরাসরি সতর্কবার্তা জারি করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় 'তৎক্ষণাৎ ঋণ', 'সিবিল ছাড়াই ঋণ', 'সরকার অনুমোদিত স্কিম'; এমন চকচকে প্রলোভনের বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই বিজ্ঞাপনে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ও ছবি ব্যবহার করে গড়ে তোলা হচ্ছে মিথ্যা বিশ্বাসযোগ্যতা। পুলিশের ভাষায়; এগুলি সরকারি প্রকল্প নয়, নিখাদ প্রতারণা।

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপের লোভনীয় পোস্টে ক্লিক করলেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভুয়ো অ্যাপ বা সাইটে। সেখানে আধার, প্যান, ব্যাংকের তথ্য ও ওটিপি সব কিছু দাবি করা হচ্ছে। এরপর প্রসেসিং ফি বা রেজিস্ট্রেশনের নাম করে টাকাও আদায় হচ্ছে। টাকা গেলেই নম্বর ব্লক; তারপর অন্ধকার। ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে; ঝুঁকিতে পরিচয় ও ব্যাংক নিরাপত্তা।

রাজ্য পুলিশের স্পষ্ট বার্তা; মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য সরকার এমন কোনও ঋণযোজনা ঘোষণা করেনি। মুখ্যমন্ত্রীর নাম, ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো প্রচার আইনত দণ্ডনীয়। পুলিশের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে আবেদন;সন্দেহজনক বিজ্ঞাপন দেখলেই সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানান, প্রয়োজনে থানায় লিখিত অভিযোগ দিন।

প্রশাসনের কড়া পরামর্শ; অজানা লিঙ্কে ক্লিক নয়, ওটিপি শেয়ার নয়, সরকারি প্রকল্পের তথ্য শুধুই সরকারি ওয়েবসাইটে যাচাই করুন। সাইবার ঠগবাজি রুখতে পুলিশের দৃঢ় মত; দ্রুত অভিযোগ ও জনসচেতনতা;এটাই সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র।

স্কুল বদলে লাগাম, নবম-দশমে ভর্তিতে কোটা বাঁধল পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নবম ও দশম শ্রেণিতে অন্য স্কুলে ভর্তি প্রসঙ্গে এবার কড়া নিয়ন্ত্রণ। নতুন নির্দেশিকা জারি করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদের স্পষ্ট ঘোষণা; এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে বদলে সর্বাধিক ১০ জনকেই নতুন করে ভর্তি করা যাবে। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বদল-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পর্ষদে তুলে ধরা বাধ্যতামূলক। দেরি হলে স্কুলকেই বহন করতে হবে দায়।

পর্ষদ সূত্রে যুক্তি, নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন শেষ হওয়ার পর স্কুল বদলের ঘটনাই বড় মাথাব্যথা। তথ্য না-থাকায় মাধ্যমিকের অ্যাডমিট ভুল

স্কুলে পৌঁছে যাচ্ছে, পরে সংশোধনে জটিল প্রশাসনিক ঘূর্ণি। তাই কঠোরতা; ভুলভ্রান্তির অবসানেই নতুন নিয়ম, দাবি পর্ষদের।

নতুন নির্দেশিকা বলছে, তিন বছরের বেশি পড়াশোনা থেকে ছিটকে থাকার পর ফের ভর্তি হতে চাইলে জমা দিতে হবে অতিরিক্ত নথি; বন্ধ পড়াশোনার লিখিত কারণ এবং শেষ কোন শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে তার প্রমাণ। ২০২৭ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য ভর্তির আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ধরা হয়েছে ২০২৬ সালের ৩০ জুন।

শিক্ষামহলের একাংশ উদ্বিগ্ন। তাঁদের আশঙ্কা; ছোট ও অনামী স্কুলগুলির অস্তিত্বই ধাক্কা খেতে পারে। অনেকের মন্তব্য; অষ্টমের পর ছাত্রসংখ্যা কম, মাধ্যমিকের আগে ভর্তি ছিল বাঁচার উপায়; নতুন নিয়মে সেই দরজা প্রায় বন্ধ। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে; একাধিক আবেদন এলে বাছাইয়ের মানদণ্ড কী হবে? তবে পর্ষদের অবস্থান স্পষ্ট; পরীক্ষা ব্যবস্থা শুদ্ধ রাখা ও নথিভিত্তিক স্বচ্ছতাই এখন প্রধান লক্ষ্য।

রাজ্যের একাংশের অশান্তিতে তৃণমূলই দায়ী: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য রাজনীতির উত্তাল প্রেক্ষাপটে সোমবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক জোরালো অভিযোগ তুললেন। বিজেপির সল্টলেক দপ্তর থেকে তিনি সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনগত প্রস্তুতি থেকে শুরু করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি; সবকিছু নিয়েই সরাসরি আক্রমণ শানালেন। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শীঘ্রই রাজ্যে আসছেন। তাঁর ভাষায়, অমিত শাহজি এলে ধারাবাহিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বৈঠক হবে; রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও হবে। রাজ্যের সাম্প্রতিক অশান্তি প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, সহিংসতার ঘটনার ক্ষেত্রে শাসকদলের ছায়া বারবার উঠে আসছে।

তিনি দাবি করেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রত্যেকেই একস্বরেই তৃণমূলের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ করছেন। তাঁর ভাষায়, প্রতিটি পরিবারের বক্তব্য এক; ঘটনার পেছনে তৃণমূলেরই হাত রয়েছে।

হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, হুমায়ুন কবীরের দল আসলে তৃণমূল কংগ্রেসেরই প্ল্যান 'বি'। ভোট লুঠের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে এ ধরনের দলকে সামনে আনা হচ্ছে। এছাড়া তিনি আরও অভিযোগ করেন, এমন শক্তিও সক্রিয় রয়েছে যারা বাংলাকে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' নয়, 'পশ্চিম বাংলাদেশে' পরিণত করার মানসিকতা পোষণ করছে; এ কথা তিনি দৃঢ় ভাষায় সতর্কবার্তার সুরে তুলেছেন।

সংবাদ সম্মেলনের শেষে বিজেপি জানায়, রাজ্য জুড়ে সাংগঠনিক জোরদারকরণই এখন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য, এবং অমিত শাহর সফর সেই রূপরেখাকেই আরও স্পষ্ট করবে।

রাত আটটার পর হার্ট অ্যাটাক হলে রোগীর ভাগ্যই ভরসা! ক্ষোভ বিরোধী মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাত নামলেই কি থমকে দাঁড়ায় বাঁচার আশা? রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, রাতে বুক ধরফড় করলে এই রাজ্যে মানুষ আর ভরসা পাবেন না হাসপাতালের ওপর, ভরসা রাখতে হবে ভাগ্যের ওপর। শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে টানা চার বছর ধরে বাইপাস সার্জারি বন্ধ।

এছাড়াও তিনি দাবি করেন, ইমার্জেন্সি ক্যাথল্যাব দিনে মাত্র ১২ ঘণ্টা চালু থাকে, যখন ২৪ ঘণ্টা জরুরি পরিষেবা থাকার কথা। ফলে রাতের বেলা হার্ট অ্যাটাক হলে রোগীকে কার্যত মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি কাটাছেঁড়া ভাষায় বলেন, একটা ফোন, একটা অ্যাম্বুল্যান্স, একটা হাসপাতাল; সবকিছু সময়মতো পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ মরছে। কারণ সিস্টেম নেই। দায়িত্ব নেওয়ার মতো সরকার নেই।

বিজেপি রাজ্য সভাপতির সাফ অভিযোগ, সরকারি উদাসীনতার ফলে হৃদরোগী রোগীদের মৃত্যু এখন দৈনন্দিন ঘটনা। পরিবার মৃত্যুর শোক বয়ে নিয়ে ফেরে, আর সেই সময়ই শহরের মোড়ে মোড়ে ঝোলানো থাকে শাসকের হাসিমাখা 'উন্নয়ন'-এর বিজ্ঞাপন; এই দ্বিচারিতাকে কটাক্ষ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, একদিকে মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি ফেরে পরিবার, অন্যদিকে ব্যানার-হোর্ডিংয়ে উন্নয়নের ঢাক; এই নিষ্ঠুর বৈপরীত্যই আজকের বাংলা। স্বাস্থ্য অবকাঠামোর এই বিপর্যয়কে তিনি সরাসরি 'নীরব অবহেলার রাজনীতি' বলে আখ্যা দেন। তাঁর দাবি, সরকারের গাফলতির ফলেই আজ সাধারণ মানুষ অসহায়। শমীক ভট্টাচার্যের কড়া বার্তা, মানুষের প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা আর চলবে না। স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে রাজনৈতিক হিসেবের বাইরে আনতে হবে। তাঁর কথায়, হৃদরোগের মতো ক্ষেত্রে সময়ই জীবন, সেখানে চিকিৎসা-পরিকাঠামো বন্ধ থাকা বা আংশিক চালু রাখা ক্ষমাহীন অপরাধ।

শেষে শমীক ভট্টাচার্য হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, জনগণের জীবনকে তুচ্ছ করে যাঁরা ক্ষমতায় আছে, তাদের জবাব দেবে বাংলা।

হরিণঘাটার স্টলে ন্যায্য দামে ডিম বিক্রি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাজারে ডিমের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। উৎসবের মরশুমে বেকারি শিল্পের বাড়তি চাহিদা, শীতকালে ডিমের চাহিদা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়াই এই দাম বৃদ্ধির প্রধান কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিতে রাজ্য সরকারের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধীন ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড সারা রাজ্যে ৮০০-র বেশি হরিণঘাটা স্টলের মাধ্যমে ন্যায্য দামে ডিম বিক্রি শুরু করেছে। খোলাবাজারের থেকে ডিম প্রতি অন্তত একটাকা কম দামে বিক্রি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিমের জোগান বজায় রাখতে ডব্লিউবিএলডিসিএল-এর অধীনে থাকা সাতটি পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পোলট্রি লেয়ার ফার্মে উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। বছরে প্রায় ৪৫ কোটি ডিম উৎপাদন হয় এই সংস্থার মাধ্যমে। এ ছাড়াও

রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সরকারি উদ্যোগে চালু থাকা প্রচলিত পোলট্রি ফার্মগুলিও ডিম সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

সাধারণ মানুষের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। ন্যায্য দামে উচ্চমানের প্রোটিন সরবরাহ করার পাশাপাশি মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা মেটানোও রাজ্যের লক্ষ্য। সরকারের দাবি, হরিণঘাটা ব্র্যান্ডের ডিম পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং গুণমান নিয়ে মানুষের আস্থা রয়েছে। বাজারে ডিমের দামের ঊর্ধ্বগতির সময়ে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছেন সাধারণ ক্রেতারা।

ভাটপাড়ায় এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি কেন্দ্রে ঢুকে সহকারী নিবন্ধন অফিসারকে চ্যালেঞ্জ উপ-পুরপ্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী অর্থাৎ এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি পর্ব। কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, শুনানি কেন্দ্রে রাজনৈতিক দলের কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। যদিও সোমবার ভাটপাড়ায় এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি কেন্দ্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ, ভাটপাড়া পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৫ নম্বর বুথ অর্থাৎ ভাটপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ওঠা এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে ঢুকে তদারকি করেন তৃণমূলের বুথ লেভেল এজেন্ট সোমা কুণ্ডু। বিষয়টি নজরে আসতেই ওই শুনানি কেন্দ্রে গোলমাল শুরু হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এ ই আর ও অর্থাৎ সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসার প্রমিত ভট্টাচার্য শাসকদলের বুথ লেভেল এজেন্টকে বেরিয়ে যেতে বলেন। দলীয় বুথ

লেভেল এজেন্টকে শুনানি কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যেতে বলায় সেখানে হাজির হন ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ। তিনি সরাসরি সহকারী নিবন্ধন অফিসার প্রমিত ভট্টাচার্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কমিশনের লিখিত নির্দেশ দেখাতে বলেন, যেখানে শুনানি কেন্দ্রে বুথ লেভেল এজেন্টদের উপস্থিতির অনুমতি নেই। এপ্রসঙ্গে সহকারী নিবন্ধন অফিসার প্রমিত ভট্টাচার্য জানান, তিনি বুঝতে পারেননি ওই মহিলা একজন বুথ লেভেল এজেন্ট। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই তিনি তাঁকে শুনানি কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছেন। পুরো ঘটনাটি ঊর্ধ্বতন আধিকারিক তথা এআরও-কে জানানো হয়েছে বলেও তিনি জানান। শাসকদলের বুথ লেভেল এজেন্ট সোমা কুণ্ডু বলেন, রবিবার ভার্চুয়াল বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদেরকে শুনানি কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ মতোই এদিন তিনি শুনানি কেন্দ্রে হাজির ছিলেন। এদিকে শুনানি কেন্দ্রে ঢুকে শাসকদলের তদারকি নিয়ে সরব হয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে টুইটে তিনি অভিযোগ করেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাঁর দলীয় বুথ লেভেল এজেন্টরা শুনানি কেন্দ্রে ঢুকে কারসাজি করতে চাইছে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার তিনি দাবিও করেছেন।

ফের বিএলওদের চাপ বাড়াল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন বছরের শুরুতেই চাপ বাড়ল রাজ্যের বিএলও-দের উপর। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার দাবিদাওয়া ও আপত্তি পর্ব চলাকালীন ৬, ৭ ও ৮ নম্বর ফর্ম গ্রহণের জন্য বাড়তি দায়িত্বের নির্দেশ জারি করল নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সপ্তাহের কাজের দিনের মধ্যে যেকোনো তিনদিন বিএলও-দের নিজ নিজ বুথে অন্তত দু'ঘণ্টা করে উপস্থিত থাকতে হবে। পাশাপাশি, ছুটির দিনগুলিতে অন্তত চার ঘণ্টা করে বুথে বসে ভোটারদের কাছ থেকে ৬, ৭ ও ৮ নম্বর ফর্ম গ্রহণ করতে হবে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, এই সময়সূচি ইআরও এবং এয়ারও-দের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে সামান্য রদবদল করা যেতে পারে, যাতে শুনানি প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয়। তবে ভোটার ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সুবিধার্থে নির্ধারিত সময়সূচি ব্যাপকভাবে প্রচারের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

২০২৫ সালের একেবারে শেষ লগ্নে জারি হওয়া এই নির্দেশিকা কার্যত ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির পথে বিএলও-দের উপর কাজের চাপ আরও বাড়াল বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

নববর্ষের রাতে নীল লাইনে মেট্রোর অতিরিক্ত পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুসংবাদের ঝড়! নববর্ষের রাতে (৩১ ডিসেম্বর) নীল লাইনে অতিরিক্ত ৮টি সার্ভিস ছুটবে; ৪টি আপে, ৪টি ডাউনে। বর্ষ শেষের রাতে যাত্রীদের সহজ-দ্রুত চলাচলে এই বিশেষ ব্যবস্থা বলেই মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের দিকে বিশেষ ট্রেন রাত ৯টা ৪০ মিনিট, ৯টা ৫২ মিনিট, ১০টা ০৫ মিনিট, ১০টা ১৮ মিনিট। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে রাত ৯টা ৫৪ মিনিট, ১০টা ০৪ মিনিট, ১০টা ১৭ মিনিট। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত একটি অতিরিক্ত রাত ১০টা ৩০ মিনিট। এই ৮টি বিশেষ সার্ভিস রাত ৯টা ৪০ মিনিট-এর পর ছুটবে। প্রথম পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত। অন্যান্য লাইন স্বাভাবিক থাকবে।

ক্ষমতা নয়, সভ্যতা বাঁচানোর লড়াই

বাংলা নিয়ে উত্তপ্ত বার্তা বিএল সন্তোষের, শশীর পালটা হুঙ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলা নিয়ে লড়াই যে শুধু সরকার দখলের নয়, সভ্যতা রক্ষার; এমন মন্তব্য করে রাজনৈতিক জল আরও গরম করলেন বিজেপির জাতীয় সংগঠন সাধারণ সম্পাদক বিএল সান্তোষ। তাঁর দৃঢ় ঘোষণা, আমাদের কাছে বাংলার লড়াই ক্ষমতার জন্য নয়। আমাদের কাছে বাংলা মানে সভ্যতা রক্ষার যুদ্ধ। তিনি আরও দাবি করেন, ভারতকে বাঁচাতে হলে আগে বাংলাকে বাঁচাতে হবে। আশীর্বাদ দিন, যে কোনও পরিস্থিতিতে বাংলায় সরকার গড়বই। বিএল সান্তোষের এই বক্তব্য ঘিরে রাজ্যে তৈরি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক তরঙ্গ। পাল্টা আক্রমণে নামেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তৃণমূলের তরফে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া, বাংলার লড়াইকে সভ্যতা বাঁচানোর যুদ্ধ বলে ভয় দেখানোর রাজনীতি হচ্ছে। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, যাঁরা বলেন ভারত বাঁচাতে বাংলা বাঁচাতে হবে, তাঁদের আগে ভাবতে হবে; ভারতবর্ষের মানুষ, ভারতবর্ষের নারী আসলে কারা তাঁদের রক্ষা করেছে? শশী পাঁজার দাবি, বাংলার সংস্কৃতি, মানবিকতা, নারী, সম্মান এসব রক্ষা করেছে তৃণমূল কংগ্রেসই। বাংলা আজ স্বাধীন, মাথা উঁচু; এটাই আমাদের কাজের পরিচয়। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, আগামী দিনে বাংলাই দিশা দেখাবে ভারতবর্ষকে। ২০২৬-এ বাংলার মানুষই প্রমাণ করবেন; মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলই দেশের রক্ষাকবচ। বিজেপিকে নিশানা করে তাঁর বার্তা, যাঁরা সভ্যতা বাঁচানোর নাম করে বিভাজনের রাজনীতি করছেন, তাঁদের হঠতেই হবে। বাংলার মানুষই তার জবাব দেবে। বাংলা তাই আবারও জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে। একপক্ষের ডাক;সভ্যতা রক্ষার যুদ্ধ, অন্যপক্ষে পাল্টা হুঙ্কার; বাংলাই দেখাবে ভারতের দিশা। লড়াই স্পষ্ট, ২০২৬-এ কেবল ভোট নয়, বাংলায় অস্তিত্ব দখলের যুদ্ধ।

ফের সচল 'আমার' কলকাতা মেট্রো অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার অপরিকল্পিত জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কারণে কিছু ব্যবহারকারীর জন্য আমার কলকাতা মেট্রো অ্যাপ বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাক-এন্ড সার্ভারে জরুরি আপগ্রেডেশন কাজ চলার ফলে ব্যবহারকারীরা কিছু সময় অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেননি। ঘটনায় মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অ্যাপের অপ্রাপ্যতার কারণে যেকোনো অসুবিধার জন্য আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। ব্যবহারকারীদের ধৈর্য ও সহমর্মিতা কামনা করছি। এই অপ্রত্যাশিত সমস্যার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার পর জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আপডেট কাজ শেষ হওয়ার পর অ্যাপটি এখন সকলের জন্য খুলে গেছে এবং স্বাভাবিকভাবে কার্যকর হচ্ছে।

আয়ুষ্মান বনাম স্বাস্থ্যসাথী, রাজ্যের স্বাস্থ্য নীতি নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির যুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় আয়ুষ্মান ভারতকে প্রতারণার বিষাক্ত বড়ি বলে চিহ্নিত করেছে, যখন বিজেপি পাল্টা আঘাত হানছে; আয়ুষ্মানই গরিবের জীবনরক্ষক, তৃণমূলের নাটকমঞ্চে রাজনীতি চলছে। এদিকে তৃণমূলের ধারালো অভিযোগপত্র। তৃণমূলের তীক্ষ্ণ অভিযোগে আয়ুষ্মান ভারতের গলদ নির্মোচিত হচ্ছে। তাঁদের প্রধান অভিযোগগুলি

৬০৪০ তহবিলের অসম ভাগ রাজ্যের পকেটে ছুরি চালাচ্ছে। কঠিন যোগ্যতার জালে লাখো গরিবের স্বাস্থ্যস্বপ্ন ছিন্নভিন্ন। বিল পরিশোধে দীর্ঘ অপেক্ষা ও অন্ধকার। মৃতের নামে ভূতের বিলিং, নকল চিকিৎসার অন্ধকূপ। প্রকল্প মাত্র প্রচারের মুখোশ, ভিতরে দুর্নীতির জঙ্গল। তৃণমূলের স্পষ্ট সতর্কবাণী, বাংলা তোমাদের ভাঙা, দুর্নীতিগ্রস্ত আবর্জনা চায় না। আমাদের মা-মাটি-মানুষ সরকার নিজস্ব অর্থে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাস্থ্যসাথী গড়েছে। ৮.৭২ কোটি মানুষ, ২.৪৫ কোটি পরিবার, ২০২৫ পর্যন্ত ১৩,১৫৬ কোটি টাকার পরিষেবা; সম্পূর্ণ রাজ্যের অর্থায়নে। স্বাস্থ্যসাথীই রাজ্যের কবচ, কোনো কেন্দ্রীয় আঙুলের ছোঁয়া ছাড়া।

তৃণমূলের বক্তব্যের পাল্টা কড়া প্রতিক্রিয়া দিল রাজ্য বিজেপি। তাঁদের যুক্তি, যে প্রকল্পকে 'বিষের বড়ি' বলা হচ্ছে, তা কোটি কোটি মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছে। গরিবদের স্বাস্থ্য অধিকারকে অপমান করা হচ্ছে। ৬০৪০ তহবিল সকল রাজ্যের জন্য একই, কেন্দ্রের উপকার নয়। প্রকল্প শুধু সত্যিকারের গরিবের পক্ষে, যোগ্য যাচাইয়ে ভুয়ো লুঠতরী আটক। জালিয়াতি ধরা পড়লে শাস্তি, স্বচ্ছতার দৃঢ়তা।

স্বাস্থ্যসাথীকে বিজেপি কটাক্ষ করে বলে, বাইরে থেকে ওষুধ কিনিয়ে, বিল তুলে 'ফ্রি' দেখানো স্বাস্থ্যসেবা নয়। প্রকৃত স্বাস্থ্যসেবা শুধু আয়ুষ্মান ভারতেই সম্ভব। বিজেপির স্পষ্ট বক্তব্য বাংলার স্বাস্থ্যসেবা, রাজনীতির খেলনা নয়। মুখ্যমন্ত্রীর অহংকারের রাজনীতি গরিবের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে তৃণমূল আয়ুষ্মানকে দুর্নীতির কালো ছায়া বলছে, বিজেপি স্বাস্থ্যসাথীকে রাজনৈতিক অহংকারের শিকার বলে আখ্যা দিচ্ছে। কেন আয়ুষ্মান নয়, স্বাস্থ্যসাথী শুধু বাঙালির জন্য; এই প্রশ্নে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য রাজনীতির বন্দি হয়ে পড়েছে বলেই অভিযোগ করছে রাজ্যের গেরুয়া শিবির।

সম্পাদকীয়

ঋণ নিয়ে হাইকোর্টের রায়ে বাস্তবে কতটা স্বস্তি পাবে আমজনতা?

মানুষকে ঋণের ফাঁদে ফেলে সর্বশান্ত করার খেলাটা এদেশে অনেক পুরনো। সব জেনে শুনেও শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদে নিরুপায় হয়ে ঋণ নেয় গরিব, নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত মানুষ। আর এই সুযোগটাই নেয় ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিরা। গরিব মানুষকে টাকার লোভ দেখিয়ে তাঁদের ঘটি, বাটি থেকে জমি, বাড়ি, ঘর বিক্রি করে নিঃস্ব করে দেওয়া হয়। এই ফাঁদে পা দিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে অনেক পরিবার। ঋণদানকারী সংস্থার তাগাদার চাপে আত্মহত্যা করেন অনেকে। ঋণের কিস্তি না মেটালে গ্রাহকের ওপর ব্যক্তিগত বা সামাজিক ভাবে নানা চাপ তৈরি ঋণদানকারী সংস্তাগুলো। বাদ যায় না মানসিক অত্যাচার, আইনি হুমকি। ঋণ নেওয়াটা এ দেশে যেন এক ভয়ঙ্কর অপরাধ। এর থেকে আম জনতাকে মুক্তি দিতে অনেক নিয়ম, কানুন আনলেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়েছে এমন শোনা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের একটি রায় কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে ঋণগ্রহীতাদের। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্র এ সংক্রান্ত এক মামলায় রায়ে বলেছেন, ২০ লক্ষ টাকার কম গৃহঋণ নিলে তা আদায়ের জন্য কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না। জমি বা বাড়ি বাজেয়াপ্তও করা যাবে না। বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের নির্দেশ, ঋণের টাকা আদায়ের জন্য ঋণদানকারী সংস্থা প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে, কিন্তু গ্রাহককে কোনও ভাবেই হেনস্তা করতে পারবে না। হাইকোর্টের এই রায়ে ২০০২ সালের সারফেসি আইন প্রয়োগ করা যায় কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রসঙ্গত, ২০০২ সালে এই আইন মোতাবেক কেউ গৃহঋণ শোধ করতে না পারলে তাঁর বাড়ি, জমি, কিংবা ফ্ল্যাট বাজেয়াপ্ত এবং বিক্রি করে দিতে পারে ঋণদানকারী সংস্থা। এক্ষেত্রে আদালতের অনুমতিরও কোনও প্রয়োজন নেই। আবেদনকারীর আইনজীবীর প্রশ্ন, মাত্র ১৩ লক্ষ টাকার জন্য সারফেসি আইন প্রয়োগ কি যুক্তিযুক্ত? এখন দেখার এই রায়ের পর আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা সংযত হয়।

শব্দছক ২৮

রবি দাস

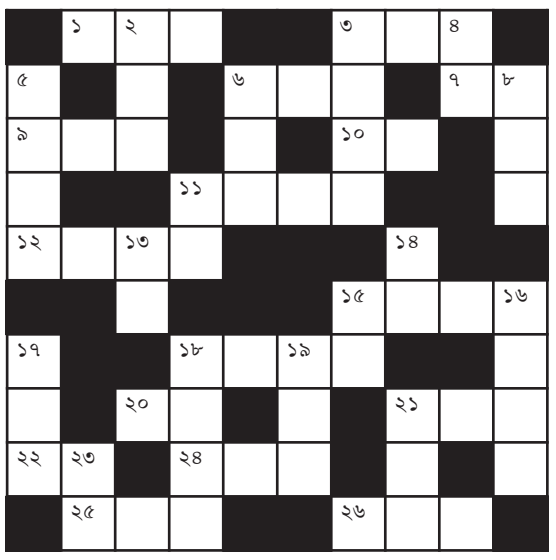

পাশাপাশি: ১. সুবিশাল ৩. গগন ৬. স্বামীহারা নারী ৭. শরীর ৯. স্ত্রীলিঙ্গে নবীন ১০. খুন ১১. অধীনত কর্মচারী ১২. মাখন ১৫. বালুময় প্রান্তর ১৮. বড় মাপের মাঠ ২০. গোষ্ঠী ২১. বাদামরঙা ২২. ডানা ২৪. মানুষ ২৫. অকুতোভয় ২৬. আনন্দ

ওপর-নিচ: ২. মনে-মনে চাওয়া ৩. মন্ত্রোচারণে দেব-আমন্ত্রণ ৪. একশো ৫. বড়লোক ৬. হরেক প্রকার ৮. আলজিভ ১১. পরিমাণের অতিমাত্রা ১৩. পাখির বাসা ১৪. গাছ ১৫. হৃদয় ১৬. কালোর এক ধরণ ১৭. খ্যাতি ১৮. দ্বি-অমাবস্যাযুক্ত মাস ১৯. দৈত্য ২১. বৃষ্টি ২৩. চমৎকার

সমাধান ২৭ — পাশাপাশি: ১. সুধা ৩. গোপন ৭. চরাচর ৮. সাধাসাধি ১০. কোপ ১২. সার ১৩. কাক ১৫. কমল ১৬. শির ১৭. কাদা ১৮. জাহ্নবি ১৯. রণ ২০. বরা ২১. সজ্জা ২২. অনুতাপ ২৪. অবিরত ২৫. ললনা ২৬. কদু

ওপর-নিচ : ২. ধামসা ৪. পরিধি ৫. খারাপ ৬. নীর ৭. চকোর ৯. ধারাল ১১. কাকভোর ১২. সারদা ১৪. কলবিঙ্ক ১৬. শিকারা ১৮. জামাতা ২০. বজ্জাত ২১. সরসী ২২. অনল ২৩. পদক ২৪. অন্য

আজকের দিন

■ **১৯২২**— সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের একটি ফেডারেশন হিসেবে ইউএসএসআর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **১৯৪৩** — ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সুভাষ চন্দ্র বসু পোর্ট ব্লেয়ারে ভারতের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন।

■ **২০০৬** — ইরাকের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

জন্মদিন

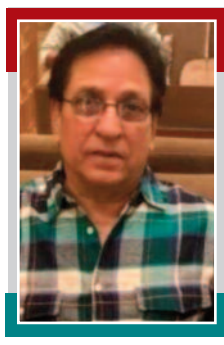

১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অঞ্জনা ভৌমিকের জন্মদিন।*

১৯৪৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সুরিন্দর অমরনাথের জন্মদিন।*

১৯৮৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সৌরভ তিওয়ারির জন্মদিন।*

সুরিন্দর অমরনাথ

তরুণ প্রজন্ম: ঘৃণার রাজনীতি শেখানো বিদ্বেষ, ও হারিয়ে যাওয়া মানবিকতা থেকে মুক্তির পথ

অদিতি কর্মকার

যে প্রজন্মের হাতে থাকার কথা ছিল ভবিষ্যতের নকশা, সেই তরুণ প্রজন্ম আজ ক্রমশ পরিণত হচ্ছে ঘৃণার বাহকে। এটা কোনো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া নয়, কোনো স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক পরিবর্তনও নয়। এটি একটি পরিকল্পিত রূপান্তর;যেখানে তরুণদের কৌতূহলকে হত্যা করে, প্রশ্ন করার ক্ষমতাকে দমন করে, তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে সন্দেহ, বিদ্বেষ আর শত্রু খোঁজার রাজনীতি। আজকের যুবসমাজ ঘৃণা উত্তরাধিকার হিসেবে পাচ্ছে না, তাকে শেখানো হচ্ছে; সচেতনভাবে, কৌশলে, নিরন্তর।

এই শেখানোর প্রধান কারখানা এখন মোবাইল স্ক্রিন। তরুণদের আঙুলের এক ক্লিকে ঢুকে পড়ছে বিকৃত ইতিহাস, অর্ধসত্যের ভিডিও, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ। অ্যালগরিদমের নির্মম খেলায় তারা এমন এক তথ্যজগতে বন্দি হচ্ছে, যেখানে ভিন্ন মত নেই, ভিন্ন মানুষ নেই;আছে শুধু শত্রু। প্রতিদিন একই বার্তা, একই ভাষা, একই ঘৃণার পুনরাবৃত্তি তরুণদের মনে গেঁথে দিচ্ছে এক বিকল্প বাস্তবতা। সেখানে সহাবস্থান দুর্বলতা, সহানুভূতি অপরাধ, আর প্রশ্ন করা বিশ্বাসঘাতকতা।

এই পরিস্থিতির জন্য শুধু সামাজিক মাধ্যমকে দোষ দিলে দায় এড়ানো হবে। শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই তার মৌলিক দায়িত্ব থেকে সরে এসেছে। শিক্ষা মানে আজ আর মানুষ হওয়া নয়, বরং পরীক্ষায় পাশ করা। ইতিহাস মানে বহুমাত্রিক সত্য নয়, বরং সুবিধাজনক বয়ান। সমাজবিজ্ঞান মানে সমাজ বোঝা নয়, বরং মুখস্থ কিছু সংজ্ঞা। ফলে তরুণরা শিখছে না কীভাবে ভাবতে হয়, শিখছে শুধু কী ভাবতে হবে। এই শূন্যতায় খুব সহজেই ঢুকে পড়ছে ঘৃণার রাজনীতি, কারণ ঘৃণা চিন্তা চায় না, চায় শুধু আনুগত্য।

পরিবারও এই বিপর্যয়ের বাইরে নয়। বহু ঘরে আজ সংলাপ নেই, আছে স্লোগান। আলোচনার জায়গায় চিৎকার, যুক্তির জায়গায় টিভি ডিবেটের বিষ। শিশু-কিশোররা বড় হচ্ছে এমন এক পরিবেশে, যেখানে বিভাজন স্বাভাবিক, বিদ্বেষ দৈনন্দিন। তারা দেখছে, বড়রাও ঘৃণাকে প্রশ্ন করছে না, বরং উপভোগ করছে। ফলে ঘৃণা তাদের কাছে আর অস্বাভাবিক লাগে না;এটাই হয়ে ওঠে নতুন স্বাভাবিক।

এই ঘৃণার রাজনীতির পেছনে রয়েছে গভীর সামাজিক ব্যর্থতা। বেকারত্ব, অনিশ্চয়তা, বৈষম্য;এই বাস্তব প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ রাষ্ট্র তরুণদের সামনে তুলে ধরছে ভিন্ন এক শত্রুর ছবি। কাজ নেই, কিন্তু দোষী আছে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, কিন্তু দায় চাপানোর মানুষ পাওয়া গেছে। এই কৌশল পুরনো, কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে কার্যকর। কারণ হতাশ তরুণ সহজ সমাধান চায়, আর ঘৃণা সেই সহজতম, সবচেয়ে বিপজ্জনক সমাধান।

ঘৃণার রাজনীতি তরুণদের শুধু বিভক্ত করছে না, তাদের মানবিকতাকেও ধ্বংস করছে। আজ তরুণদের শেখানো হচ্ছে; সহানুভূতি মানে দুর্বলতা, সংবেদনশীলতা মানে অযোগ্যতা। অন্যের যন্ত্রণা উপহাসের বিষয়। এই মানসিকতা শুধু সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পথ প্রশস্ত করে না, এটি গণতন্ত্রের ভিতও নড়বড়ে করে দেয়। কারণ গণতন্ত্র টিকে থাকে ভিন্ন মতের সহাবস্থানে, আর ঘৃণা বাঁচে সেই সহাবস্থানের ধ্বংসে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো;এই ঘৃণার ভাষা তরুণরা অনেক সময় নিজেরাও টের পায় না যে শিখছে। তারা ভাবে, এটাই দেশপ্রেম, এটাই সাহস, এটাই সত্য বলার স্পর্ধা। এই বিভ্রান্তি ভাঙা কঠিন, কারণ এটি আবেগ দিয়ে তৈরি, যুক্তি দিয়ে নয়। তবু ভাঙতেই হবে।

মুক্তির পথ সহজ নয়, কিন্তু অসম্ভবও নয়। প্রথম শর্ত হলো;ঘৃণাকে স্বাভাবিক ভাবা বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে প্রশ্নের অধিকার। ইতিহাসকে মুক্ত করতে হবে একরৈখিকতা থেকে। তরুণদের শেখাতে হবে;ভিন্ন মত মানে বিপদ নয়, বরং শক্তি। ডিজিটাল দুনিয়ায় তরুণদের একা ছেড়ে দিলে চলবে না; তাদের শেখাতে হবে কীভাবে মিথ্যা চেনা যায়, কীভাবে প্রোপাগান্ডা কাজ করে।

রাজনীতিকেও আত্মসমালোচনা করতে হবে। তরুণদের কাঁধে বন্দুক রেখে ঘৃণার গুলি চালানো বন্ধ না হলে এই সমাজের ভবিষ্যৎ নেই। ক্ষমতার স্বার্থে একটি প্রজন্মকে বিষাক্ত করে তোলা ইতিহাস কোনোদিন ক্ষমা করে না।

সবচেয়ে বড় দায় সমাজের। তরুণদের শত্রু বানিয়ে নয়, তাদের সঙ্গে কথা বলে, শুনে, যুক্তি দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারা বিপথগামী নয়, তারা প্রভাবিত। আর প্রভাব ভাঙা যায়;মানবিকতা দিয়ে, সাহসী সত্য দিয়ে, নীরবতা ভেঙে।

আজ প্রশ্নটা শুধু তরুণ প্রজন্মের নয়। প্রশ্নটা আমাদের;আমরা কি এমন এক সমাজ গড়তে চাই, যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঘৃণাকে উত্তরাধিকার হিসেবে পাবে? নাকি এমন এক সমাজ, যেখানে তারা শিখবে মানুষ হতে? সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে। কারণ ঘৃণার শিক্ষা যত দীর্ঘ হবে, মুক্তির পথ ততই কঠিন হয়ে উঠবে।

দীপুচন্দ্র দাস: মানবতার মৃত্যু

সুবল সরদার

বাংলাদেশে দীপুচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে সারা বিশ্ব আজ স্তম্ভিত। দীপ চন্দ্র দাস মরেনি। মরেছে আমাদের বিবেক, মরেছে মনুষ্যত্ব, মরেছে সভ্যতা। একটা জলজ্যান্ত মানুষ একদল ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, জেহাদির হাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল । ধর্মের সুড়সুড়ি কীভাবে মানুষকে পুড়িয়ে মারে। কেউ কেউ এই পৈচাশিক দৃশ্য দেখে মজা পায় আর একদল নরখাদক ভিডিও করে সারা বিশ্বে জানিয়ে দেয় তারা কত বড় নর পিচাশ। বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কমিটির প্রধান ইউনূস মিয়া যতো নষ্টের গোড়া । জুলাই বিপ্লবের নাম করে মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস মুছে দিতে মরিয়া প্রচেষ্টা। যা কিছু অতীত, ঐতিহ্য, গরিমা ,ইতিহাস সব কিছুকে ধ্বংস ,কালিমা লিপ্ত করেছে। কবি নজরুল ইসলাম থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান সব ধ্বংস করেছে একের পর এক। এর সঙ্গে আছে সংখ্যালঘু নিধন। সুদখোর,জোচ্চোর ইউনূস সব কিছুর মাষ্টার মাইন্ড। একটি নিরীহ যুবক গার্মেন্টস শোরুমে কাজ করে। সে ওই কাজ পায় নিজের দক্ষতায় এবং যোগ্যতায়। ওই কাজ না পাওয়ায় কিছু মুসলিম যুবক নবীকে অবমাননা করেছে বলে জনতাকে তাতিয়ে দেয়। উগ্ পন্থীদের দল কোন কিছু না বুঝে, না জেনে তাকে মারতে মারতে টেনে বের করে আনে ওই শোরুম থেকে । তারপর গনধোলাই দিয়ে অর্ধমৃত করে দেয় রাস্তার উপরে।

তারপর উলঙ্গ করে গাছে ঝুলিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। ভাবা যায়! কেউ কখনোও কল্পনা করতে পারে! সেদেশে পুলিশ নেই,আইন নেই। এক অসভ্য ,বর্বর দেশ যেখানে মৌলবাদের চাষ। জেহাদি তৈরি হয় মাদ্রাসায়, পাকিস্তান থেকে জঙ্গি সাপ্লাই হয়। সভ্যতার আলো থেকে অনেক দূরে সেই অন্ধকার মরু সভ্যতার আঁধারে পড়ে আছে। একটাও বিবেক জাগ্রত ছিল না দীপুকে বাঁচানোর জন্যে ? সব ধর্মান্ধ। মব লিনচিং এ শিকার হয় সে। এইভাবে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারার ইতিহাস খুবই কম পাওয়া যায় ইতিহাসে দু-একটা উদাহরণ ছাড়া।

পনেরো শতাব্দীতে (১৪৩১ সাল, ৩০ এ মে) হাজার হাজার জনতার সামনে ডাইনি অপবাদে জোয়ান অফ আর্ককে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। তখন বয়স ছিল মাত্র ঊনিশ। শত বর্ষের যুদ্ধে ফ্রান্স ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে জোয়ান অফ আর্কের নেতৃত্বে। ইংল্যান্ড রাগ, ক্ষোভে রটিয়ে দেয় জোয়ান অফ আর্ক ডাইনী ছিলেন। তাই তাদের ডাইনির কাছে পরাজয় ঘটে।

ইতিহাস ঘাটলে আর একটা উদাহরণ পাওয়া যায়। ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৬০০ সালে হাজার হাজার উল্লসিত ধর্মান্ধ জনতা জিওদার্ণো ব্রুনোকে টানতে টানতে বধ্য ভূমিতে নিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে ছিল। তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে জগৎ সৃষ্টির ব্যাখা দিয়েছিলেন যা রোমান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে যায়।

আর একটি ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা বলতেই হয়। রিচার্ড ক্রোময়েল, অলিভার ক্রোময়েল বাবা ছেলে দুজন শাসককে একই সঙ্গে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় প্রকাশ্যে। বাবা রিচার্ড ক্রোময়েল ছিলেন তখন কবরে। কবর খুঁড়ে তাঁর মৃত হাড়ের পাশে জীবিত অলিভার ক্রময়েলকে একই সঙ্গে ফাঁসি দেওয়া হয় এক মঞ্চে। ইংল্যান্ডের পটভূমিতে ঘটে ছিল এমন ঘটনা। তখন রাজতন্ত্র বনাম গণতন্ত্রের লড়াই চলছিল। তাঁরা রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে পার্লামেন্টীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা ডিক্টেটরশিপ হয়ে উঠলে জনগণ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে আবার রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনে। মহাকবি জন মিল্টন রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন বলে ইংল্যান্ড থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন ইতালিতে। আজও ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্র স্বমহিমায় বিরাজ করছে। নেপালের রাজতন্ত্র যখন ধ্বংসের মুখে,তখন নেপালের রাজা খেদ করে বলেছিলেন -পৃথিবীতে দুজন রাজা বেঁচে থাকবেন। একজন ইংল্যান্ডের রাজা আর অন্যজন তাসের রাজা। ভবিষ্যত বাণী কিভাবে মিলে যায়।

আর একটি নৃশংস মৃত্যু যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্ম প্রেমী মানুষের মনে সর্বদা পীড়া দেয়। প্রেমের বাণীর প্রচারক যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু। জীবন্ত যীশুকে হাতে ,পায়ে, কপালে, বুকে পেরেক গেঁথে ক্রুশিফাইড করা হয়। এই ভাবে ইহুদীদের রাজাকে মারা হয়। প্রেমের দেবতা প্রেম দিতে গিয়ে প্রেমহীনদের কাছে মৃত্যু বরণ করেন। এ হাড় হিম করা মৃত্যু ! মৃত্যুর এমন কল্পনা কারা করতে পারে শয়তানরা ছাড়া! দীপ চন্দ্র দাসের এমন হাড় হিম করা মৃত্যু ,এমন হাড় হিম করা সন্ত্রাস এবং এমন মানবতা বিরোধী ষড়যন্ত্র কাদের মাথা থেকে বের হয়!

এই প্রতিবেদনটি শেষ করতে গিয়ে বলি দীপের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেছে, যারা নির্মমভাবে তাকে মেরেছে, যারা তাকে পুড়িয়েছে, যারা উল্লাস করতে করতে সেই পৈচাশিক দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করেছে, তাদের মুখগুলো চিনে রাখুন। এই ধর্মান্ধ হায়নারা মানুষ সেজে আমাদের চারপাশে ঘুরছে। তারা শুধু হিন্দু বিরোধী নয়, মুসলিম বিরোধী, মানবতা বিরোধী। যে ধর্ম মানুষকে রক্ষা করতে পারে না, যে ধর্ম মানুষকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দেয় সেটা কখনোই ধর্ম নয় ।

বছর শেষে মানবাধিকারের পাওয়া না পাওয়ার হিসেব

বিশ্বজিৎ সরকার

২০২৫ শেষ হওয়ার পথে। বৎসারান্তের সালতামামি শুরু হয়েছে। ব্যর্থতা ও সফল রূপায়নের তুল্যমূল্য বিচারে এসে আবার শুরু নতুন বছরের পথ চলা। এই হিসেব শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, অর্থ থেকে কৃষি, বিনোদন থেকে মায় জনগনের অধিকার পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়। আমাদের যাদের দিন চলে যায় অসাধারণ ভাত কাপড়েদ সেই আমজনতা প্রথমেই হিসেব করে তার পাওয়া না পাওয়ার জমা খরচ। প্রথমেই সে ভাবে তার অধিকারের কথা।কেননা মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকার বড় ব্যাপার। বিভিন্ন সময়ে এই অধিকার খর্ব হওয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ এ ব্যাপারে বিশেষ নজর দেয়। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রথম আর্ন্তজার্তিক মানবাধিকার দিবস ঘোষণা করে। দিনটি একটি বিশেষ দিন হিসেবে স্বীকৃত হলেও এর কর্মধারা সাড়া বছর ধরেই। প্রতি বছরই বিশেষ বিষয়বস্তু বা ভাবনার উপর গুরুতব আরোপ করা হয়। গত বছর মানে ২০২৪ সালে বিষয়বস্তু ছিল -আমাদের অধিকার। আমাদের ভবিষ্যত, এখনই (Our Rights– our Future– Now).এ বছরের বিষয়বস্তু -আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়তা (Our Everyday Essentials) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং মানবাত্মা ও জাতিসমূহের লাঞ্ছনার প্রতিষধক হিসেবে এই মানবাধিকার দিবসের প্রতিষ্ঠা বলে মনে করা হয়। তবে তার আগেও এই মানবাধিকার ও গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন উঠেছে। ইউরোপীয় রেঁনেশাসের ফল্গুধারায় উত্থিত হয়েছে স্বাধীনতা ও মৈত্রীর কথা। এই সবাধীনতা ও মৈত্রীর প্রচার বাণীর প্রয়োগ ঘটে আমেরিকান ও ফরাসী বিপ্লবে। মুলত এই সময় থেকেই মানবাধিকার শব্দের প্রচার ও ভাবনা। তারপর পথিমধ্যে ঘটে গেছে দাস প্রথা অবলুপ্তি, কিম্বা আট ঘণ্টা কাজে অধিকারের লড়াইয়ের মত ব্যক্তি অধিকারের সুগম পথ। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা বোধ যত তীব্র হয়েছে মানুষও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। কিন্তু গত বৎসরের রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার ভাবনার পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব, ব্যক্তি মানুষের অধিকারের প্রশ্নটি রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাব্যক্তিদের নিয়ম নীতির নিগড়ে কিছুটা হলেও শৃঙ্খলিত। মানবাধিকার বর্ষের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও, গত দু বছেরর শ্লোগানের দিকে নজর দিলে হয়ত এই প্রশ্ন চলে আসে। আর্ন্তজার্তিক এই শ্লোগানের উদগাতা ইউনাইটেড নেশন। পাণ্ডিত্য ভাবনা এবং হিতার্থের দর্শন থেকে এই বিষয়বস্তু নির্বাচন। পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান হিংসা, যুদ্ধ, শোষণের ভয়াবহতা নিরীক্ষণ করে তাঁরা আবার হয়ত শূন্য থেকে শুরু করে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন ব্যক্তি মানুষের প্রাত্যহিক অধিকারের ভাবনাগুলি। আর এখানে প্রশ্ন আসে তাহলে এতগুলি বছরে আমরা এগুলাম কতটা! প্ল্যাস্টেয়াইন ইজরায়েলী যুদ্ধ থামে নি। সেখানে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি অমানবিক আচরণে চমকে যেতে হয়। আমেরিকায় কিম্বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বর্ণবৈষম্যের অজুহাতে মারা যাচ্ছে অশ্বেতাঙ্গ মানুষ। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলিতে বিবদমান গোষ্ঠির লড়াই এর শিকার হচ্ছে অগণিত নিরীহ মানুষ। এ দেশে আজ প্রতি মুহুর্ত্তে লুণ্ঠিত মানবাধিকার। কাজের অধিকার, খাদ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত। অস্টেলীয়ার মানবাধিকার সংগঠন 'ওয়াক ফ্রি ফাউন্ডেশন' জানিয়েছেন ভারতে দাস শ্রমিকের সংখ্যা (মালিকের ইচ্ছানুযায়ী) ১ কটি ৪০ লক্ষ। বহু লড়াইইয়ের পরে যে অধিকারগুলি মানুষ অর্জন করেছিল সেখানে রাষ্টের হাত পড়ছে। সামাজিক সুরক্ষা জনিত অধিকারকে ভরতুকির মোড় কে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুঁজির অবাধ প্রবেশকে মান্যতা দিতে গিয়ে শ্রমিকের অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শুধু অপমানজনক চুক্তিতে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে না, কাজের সময়সীমা আট ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে দশ ঘণ্টা বারো ঘণ্টাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর ফলে মানুষের সামাজিক জীবনের বেষ্টনী শিথিল হচ্ছে। এও এক সামাজিক অধিকার হরণ। পুঁজির অধিকারকে সর্বাধিকারের জায়গায় বসাতে গিয়ে অন্যদের জল জমি জঙ্গলের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তাই ভুমিচ্যুত হচ্ছেন আদিবাসী সম্প্রদায়, জনজাতি। এই আদিবাসীরা ভুমিজ সন্তান। ২০১১ সালের, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাঁরা এই ভুমির সন্তান। এই অরণ্যের উপর তাদের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অধিকার। কিন্তু আজ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অরণ্যবাসীরা বিপন্ন। আর এ সবই হচ্ছে উন্নয়নের মোড়কে। জমি অধিকারের আগে পুর্নবাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরী। এই ভাবনার অধিকার আজ ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে। ধর্ম খাদ্য বসন যা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত সেখানেও এক সুক্ষ প্রাচীর গড়ে তোলা হচ্ছে। জানা বা প্রশ্ন করা সাধারণ অধিকার। কিন্তু প্রশ্ন করা নাগরিকের জন্যে আছে সব কড়া কানুন। কড়া আইন ব্রিটিশ আমলের রাওলাট আইনের মত সবাধীন ভারতে তৈরী হয়েছিল টাডা, পোটা ইউ এ পি এ ।সেগুলির নির্বিচার ব্যবহার আজো চলছে। সি এ এ নিয়ে ভয় ও উৎকণ্ঠা প্রতি মুহূর্তেই নাগরিকের এখন সতর্কের পথ চলা। অভিবাসন নীতি থেকে সন্ত্রাসবাদের কড়া আইনে সাধারণ মানুষ আজ যেন আতঙ্কের ঘেরাটোপে বন্দী। পায়ের তলার মাটি টিকিয়ে রাখা আজ যেন প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়তার অঙ্গ হয়ে উঠছে। বিপন্ন প্রতিদিনের যাপন। এবছরের মানবাধিকারের থিম 'আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়তা' তাহলে কতটা সফল হল ?

চর্চাবাসর ৩৫

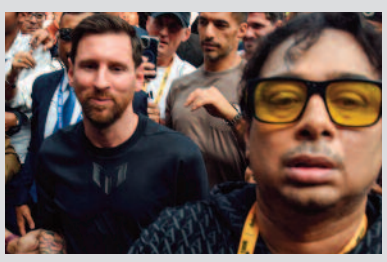

মেসিকাণ্ডের ঝড়ের রেশ গিয়েও যাচ্ছে না। লিওনেল মেসির নামকরণ করা হয়েছিল কিংবদন্তি গায়ক-গীতিকার লিওনেল রিচির নামে! লিওনেল মা ছিলেন লিওনেল রিচির ভক্ত। মেসি উপাধিটি সম্ভবত ইতালীয়/গ্রীক 'বার্তাবাহক' শব্দ থেকে এসেছে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রায় ৯০ বছরের অসুস্থ বৃদ্ধাকে শুনানিতে ডাক, ক্ষুব্ধ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: ১৯৭১ থেকে ভোট দিয়ে আসছেন, ২০০২-এর ভোটার লিস্টে নামও আছে। তারপরেও সুন্দরবনের ৯০ ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধা, প্যারালাইসিস, কথা বলতে পারেন না, টোটো বিশেষ চিকিৎসা সরঞ্জাম তুলে এসআইআরের শুনানিতে আসতে হল। আর তাতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন পরিবার সদস্য থেকে তৃণমূল নেতারা। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বরূপকাঠি গ্রামের ১৫১ নম্বর বুথের। ওই বুথের বাসিন্দা প্রায় ৯০ বছরের ননীবালা গাইন ১৯৭১ সাল থেকে তিনি ভোট দিয়ে আসছেন, ২০০২ এর লিস্টেও তাঁর নাম আছে, তা সত্ত্বেও খসড়া তালিকায় নাম নেই বলে তাঁর দুই জনের একিক নম্বর পাওয়া গেছে। যার কারণে বিএলও হেয়ারিং-এর জন্য স্বরূপকাঠি এমএলএ স্কুলে ডেকে পাঠিয়েছে। কানে শুনতে পান না, কথা বলতে পারেন না। প্যারালাইসিস, মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। পথ চলতে পারেন না, এমন মহিলার ভোটার অধিকার রাখতে গিয়ে তাঁর পরিবারের ছেলে-মেয়ে অসুস্থ মাকে টোটোকে রীতিমতো অ্যাম্বুলেন্স বানিয়ে হেয়ারিং-এর জন্য এনেছেন। আর এই হয়রানি নিয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যরা থেকে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব শহীদুল্লা গাজী তুষার মন্ডলেরা। তাঁরা বলেন, 'যার ভোটে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হলেন, তাঁকে আবার প্রমাণ করতে হচ্ছে যে তিনি এ দেশের নাগরিক। দুজনের একিক কার্ডের একই হলে তার দায় তো নির্বাচন কমিশনের। তার জন্য একজন অসুস্থ বৃদ্ধাকে এভাবে হয়রানি শিকার হতে হচ্ছে। এটা কোন ধরনের এসআইআর! অসুস্থ একজন বৃদ্ধা তাকে বাড়ি থেকে পরিবারের সদস্যরা নিয়ে আসলো তাতে আমরা বিস্মিত, চিন্তিত, আতঙ্কিত, যদি কিছু হয়ে যায় নির্বাচন কমিশন এই ব্যর্থতা দায় নেবে তো?' বৃদ্ধার আত্মীয় তপতী গাইন বলেন, 'উনি অসুস্থ প্যারালাইসিস একই নামে দুজনে একিক নম্বর, নির্বাচিন কমিশনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তার বদলে আমাদের হয়রানি করাচ্ছে। এই ঠান্ডার মধ্যে অসুস্থ মানুষকে নিয়ে শুনানিতে আসতে হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন যে অমানবিক এটাই তার প্রমাণ।' এই নিয়ে ব্লক লেভেল অফিসার কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি মৌখিকভাবে জানিয়েছেন, 'পুরো বিষয়টা কমিশন দেখছেন এটাকে নিয়ে বিডিওকে আমি জানাবো।'

খসড়া তালিকায় নিখোঁজ, শুনানিতে ডাক না পেয়ে চিন্তায় গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: বাবা-মায়ের নাম ২০০২-এর তালিকায় আছে। নিজে ২০১১ সাল থেকে ভোট দিয়ে আসছেন। নিজে স্বাক্ষর করে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার পরেও খসড়া তালিকায় তিনি নিখোঁজ। অথচ দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন টুম্পা দাস-সহ তাঁর ছেলে মেয়েরা। খসরা তালিকায় তিনি নিখোঁজ, শুনানিতে ডাক না পেয়ে আতঙ্ক গোটা পরিবার। আদৌকি ভোটার তালিকায় নাম উঠাবে সীমান্ত এলাকার এই গৃহবধূ, সংশয় রয়েছে। আজব এই এসআইআর প্রক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ টুম্পা দাস ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিথারী দাসপাড়ার ১০৩ নম্বর বুথের। এই বুথের বাসিন্দা টুম্পা দাস ২০১১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত একাধিকবার ভোট দিয়েছেন। বিএলও বাড়িতে গেলে তিনি এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপ করেছেন। তাঁর বাবা ও মায়ের নাম ২০০২-এর তালিকাতেও ছিল। নির্বাচন কমিশনের খসড়া তালিকা বেরোতেই তাঁর নাম আছে। তবে পাশে লেখা রয়েছে 'নিখোঁজ'। দিব্যি টুম্পা তাঁর স্বামী ছেলে-মেয়েকে নিয়ে রীতিমতো সংসার করছেন। টুম্পার স্বামী রাজীব দাস বলেন, 'সঠিক নথিপত্র দিয়ে আমরা এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপ করলাম, তারপরও আমার স্ত্রীর নাম আসলো নিখোঁজ-এর তালিকায়। এটা নির্বাচন

কমিশনের ভুল। নির্বাচন কমিশনের ভুলের জন্য মানুষের হয়রানি বেড়েছে। এমনকি তাকে সংশোধনীতেও ডাকা হয়নি। এই নিয়ে আমরা রীতিমতো আতঙ্কিত। আদৌ নাম উঠবে কিনা জানিনা। সংশোধনীতে বিএলও ডাকেনি।'

এই নিয়ে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক সভাপতি জিয়াউর মোল্লা বলেন, 'সব নথি দিয়ে এনুমারেশন ফর্ম ফিলাম করেছে। তারপরেও তালিকায় নিখোঁজ দেখানো হয়েছে। এর দায় কার? আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন আমরা এসআইআর-এর বিপক্ষে নই। কিন্তু দু'বছরের কাজ দুই মাসে করার অর্থাৎ এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে। এই অল্প সময় করতে গিয়ে এইসব অনিয়ম হচ্ছে। ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে মানুষ। হয়রানি বাড়ছে। এর দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষথেকে দাবি করছি এই নাম অবিলম্বে তুলতে হবে। এটা কমিশনকে দেখতে হবে যাতে তিনি পুনরায় ভারতীয় নাগরিকত্ব ভোটাধিকার পায়।' বিএলও গোলাপ রসূল মণ্ডল বলেন, 'আমার বুথের সাতজনের উপযুক্ত নাম ঠিকানা পায়নি কিন্তু ওনার নাম পরিচয় পাওয়া গেছে। আমি ফর্ম ফিলাপ করেছিলাম। কি করে এটা হল বুঝতে পারছিনা। বিডিও কে লিখি তভাবে জানিয়েছি। ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করতে বলেছি।' এটা নির্বাচন কমিশনের ভুল বলে দাবি করেন বিএলও।

শীতের কামড় সয়ে পঁচাত্তরের বৃদ্ধা হাজির এসআইআরের শুনানিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: চোখে দেখা যাচ্ছে না কষ্ট। ৭৫ বছরের বৃদ্ধা জামাইয়ের কাঁধে ভর করে হাজির হলেন ভোটার তালিকা সংক্রান্ত শুনানিতে। দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর বাসিন্দা ওই বৃদ্ধা দীর্ঘদিন ধরে ১১৯ নম্বর বুথে ভোট দিয়ে এলেও হঠাৎ জানানো হয়, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই। সেই কারণেই শুনানিতে হাজির হতে বাধ্য করা হয় তাঁকে। পরিবারের অভিযোগ, শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বাড়িতে যাচাই না করে শুনানি কেন্দ্রে ডেকে এনে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে বলেন, 'শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের নাম মুছে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।' বিজেপির পক্ষ থেকেও বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রশ্ন তোলার কথা জানানো হয়েছে।

মালদায় এসআইআর কেন্দ্রে শুনানিতে চরম অব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সোমবার থেকে মালদায় শুরু হল এসআইআর-এর বিভিন্ন ত্রুটি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শুনানি। এদিন মালদা জেলার ১৫টি ব্লকের মোট ৪২টি এসআইআর কেন্দ্র করা হয়। যেখানে এদিন ৬২ হাজার মানুষকে শুনানির জন্য ডাকা হয়। তবে দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া এদিন এসআইআরের শুনানির প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে এদিন মালদার ইংরেজবাজার শহরের জেলা স্কুল এবং মডেল মাদ্রাসায় এসআইআর কেন্দ্র খোলা হয়। সেখানে সকাল থেকে প্রবল শীত উপেক্ষা করে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। এদিন জেলা স্কুল এসআইআর কেন্দ্রে আসা দুই বৃদ্ধাও প্রশাসনিক অব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন। ঠিক তেমনি শিশু কোলে নিয়ে আসা অনেক মহিলারাও এই দুটি কেন্দ্রের পরিকাঠামো ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন। মালদা জেলা স্কুলে এসআইআর-এর শুনানিতে এসে বসার জায়গা না পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন অনেকেই। অন্যদিকে, জেলা স্কুলের এসআইআর কেন্দ্রের তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রবেশ করে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছেন সভাধিপতি। তাঁর বক্তব্য, তিনি কোনও কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করেননি। বাইরে থেকে সাধারণ মানুষের সমস্যা তদারকি করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার শহরের মনস্কামনাপল্লি বাসিন্দা ৯০ বছর বয়সি বৃদ্ধা ঝর্ণা দাস। দীর্ঘদিন আগে তাঁর স্বামী মারা গিয়েছেন। ওই বৃদ্ধার ৬৫ বছর বয়সি এক মেয়ে অঞ্জনা দাস রয়েছেন। তিনি আবার পক্ষাঘাতজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। এদের দু'জনের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে। আর তাতেই বাড়িতে এসে শুনানির আবেদন জানিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। বৃদ্ধা ঝর্না দাসের ছেলে খোকন দাস বলেন, 'মায়ের বয়স ৯০ পেরিয়ে গিয়েছে। দিদি ঠিকমতো চলতে পারে না। এছাড়া আবেদনের পর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে দু'জনের। অথচ আমার নাম রয়েছে। আমাদের পরিবারের প্রত্যেকেই প্রায় ৫০ বছর ধরে ভোট দিয়ে আসছে। শুনানির জন্য আমাদের শহরের জেলা স্কুলে ডাকা হয়েছিল। তার আগে আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম, যেহেতু এই পরিস্থিতি রয়েছে মা ও দিদির। তাই বাড়িতে এসে যেন শুনানির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কোনও উত্তর মেলে নি। তাই বাধ্য হয়ে প্রবল ঠান্ডার মধ্যে দু'জনকেই কোলপাঁজা করে কোনরকমে এই স্কুল প্রাঙ্গণে নিয়ে আসতে হয়েছে। এখানে কোনও বসার ব্যবস্থা করা হয় নি। দীর্ঘক্ষণ বৃদ্ধা মা ও বয়স্ক বোনকে মাটিতেই বসে থাকতে হয়।' প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এসআইআর শুনানি হয় ইংরেজবাজার শহরের মালদা জেলা স্কুল এবং মডেল মাদ্রাসায়। এছাড়াও জেলার ১৫টি ব্লকের মোট ৪২টি কেন্দ্র করা হয়েছে। সেখানেই মোট ৬২ হাজার মানুষকে শুনানির নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তবে এদিনের এই অব্যবস্থার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি সদর মহাকুমা শাসক সুমন মজুমদার।

শুনানি কক্ষে বাধা বিএলএ ২-দের, জেলাশাসকের কার্যালয়ে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর সোমবার শুনানি কক্ষে ঢোকেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ ২। কিন্তু শুনানি কক্ষে দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা তাঁদের ঢুকতে বারণ করায় বর্ধমানের জেলা শাসকের দপ্তরে উত্তেজনা ছড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত বিএলএ ২-রা ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা বলেন, 'আমরা নির্বাচনী পার্টে সব কাজ করি। ভোটার তালিকায় নাম তোলা থেকে বুথে ভোট গ্রহণের সময় পর্যন্ত থাকি। অথচ আমাদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।' তারপর বিএলএ ২-রা বর্ধমান উত্তর মহকুমাশাসক রাজর্ষি নাথের কাছে যান। কিন্তু তবুও শুনানি কক্ষে ঢোকার বিষয়ে কোনও অনুমতি পায় নি তাঁরা। এই বিষয়ে মহকুমাশাসক রাজর্ষি নাথ কোনও মন্তব্য করতে চান নি। তিনি বলেন, 'এখন এসআইআর চলছে। সুতরাং আমার কিছু বলার এক্তিয়ার নেই।' বিএলএ ২-রা শুনানি কক্ষে ঢোকার অনুমতি না পাওয়ায় চরম ক্ষোভ উগড়ে দেন বর্ধমান শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তন্ময় সিংহরায়। তিনি বলেন, 'মহকুমাশাসক সময় চেয়েছেন। তাদের বিএলএ ২-রা গিয়েছিলেন এসডিও অফিসে। আসলে বিজেপির অঙুলি হেলনে চলছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। যেহেতু বিজেপির কোথাও বিএলএ-২ নেই। তারা দিতে পারে নি। তাই কমিশন শুনানি কক্ষে বিএলএ-২ দের ঢুকতে বাধা দিচ্ছে।' এর শেষ দেখে ছাড়বেন বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। বিজেপি এই ঘটনায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, 'আসলে প্রথম থেকেই তৃণমূল এসআইআর বানচাল করতে চাইছে।'

বিএলএ ২-দের ঢুকতে না দেওয়া ব্লক অফিসে শুনানি বন্ধ করলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: 'বিএলএ-২-দের শুনানিতে না রাখলে হিয়ারিং হবে।' এই দাবি নিয়ে সোমবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ চুঁচুড়া-মগড়া ব্লক অফিসে শুনানি বন্ধ করে দিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। প্রায় এক ঘণ্টা বন্ধ থাকে হিয়ারিং পর্ব। এ দিকে বিডিও অফিসের বাইরে তখন লম্বা লাইন। বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ। বিডিও অফিস চত্বরে হাওয়া গরম হতে শুরু করে। ঘটনাস্থলে আসে মগরা থানার পুলিশ। কমিশন সূত্রে খবর, জেলাশাসকের হস্তক্ষেপের পরে শুনানি শুরু হয়। তবে চুঁচুড়া সদরের মহকুমা শাসক অয়ন নাথকে ফোন করা হলে এ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'আমরা এই ধরনের হিয়ারিং পদ্ধতির বিরুদ্ধে। যাঁকে পারছে, শুনানিতে ডাকছে। কত বয়স্ক মানুষ দেখছি অ্যাম্বুলেন্সে পর্যন্ত এসেছেন। এর অর্থ কী? যাঁরা সরকারি কর্মী, দীর্ঘদিন সরকারি কাজ করেছেন, অবসর নিয়েছেন, পেনশন পান, তাঁদেরও হিয়ারিং-এ ডাকা হচ্ছে। পাসপোর্ট থাকুক বা ২০০২-এর এসআইআর লিস্টে নাম থাকুক, হিয়ারিং নোটিস দিয়ে দিচ্ছে। এই দুর্ভোগের শেষ কোথায় কেউ জানে না।' যদিও খবর পৌঁছতেই প্রশাসনের লোকজন নড়েচড়ে বসে। ফোনাফোনি শুরু হয়। সূত্রের খবর, ঘণ্টাখানেক পরে সমস্যা মেটে। আবারও শুরু হয় হিয়ারিং পর্ব।

এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: এসআইআর আতঙ্কের জেরে এক বৃদ্ধ আত্মহত্যা করলেন বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দুর্জন মাঝি (৮২)। ওই আদিবাসী বৃদ্ধের বাড়ি পুরুলিয়ার পাড়া থানার আনাড়া এলাকার চৌতলা গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্জনবাবু সঠিকভাবেই ইনিউমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছিলেন। তারপরও তাঁকে এসআইআরের শুনানিতে ডাকা হয়। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে আজ, সোমবার তাঁকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। মৃতের পরিজনদের দাবি, শুনানির বিষয়টি জানার পর থেকেই তিনি আতঙ্কে ভুগছিলেন। গত দু'দিন ধরে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়াও করছিলেন না। এরপর এদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হন। পরে জানা যায়, আদ্রা ডিভিশনের আদ্রা-রুকনি শাখায় রেললাইনে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই বৃদ্ধ। খবর পেয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁর বাড়ি পৌঁছে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে আন্দোলনে নামেন। খবর পেয়ে প্রথমে মৃতের পরিবারে যান ছাত্র নেতা কিরীটি আচার্য। এরপর ওই পরিবারে আসেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো ও সহ-সভাধিপতি সুজয় ব্যানার্জি সহ তৃণমূলের নেতৃত্ববৃন্দরা। পাড়ার ব্লক তৃণমূল সভাপতি মনোজ সাহাবাবু বলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমরা পরিবারের পাশে রয়েছি। নির্বাচন কমিশনের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য মানুষ আতঙ্কে ভুগছে। এই মৃত্যুর দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। এদিকে মৃতের ছেলে এদিন পাড়ার বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। পরে তৃণমূল নেতৃত্ব বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখান।

শুনানি কেন্দ্রে এসে অসুস্থ তরুণী, ঘেরাও তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম বিধানসভার আউশগ্রাম দুই ব্লকের এসআইআর শুনানি প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় দিনে শুনানি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে আসে এড়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫১ নম্বর বুথের বাসিন্দা হাসিনা শেখ। শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁর স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে শুনানি কেন্দ্রের ভিতরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসিনা বাইরে এসে অজ্ঞান হয়ে যান। সেই সময় ব্লকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শেখ আফজাল রহমান ওরফে সঞ্জু তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী জামতারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। এরপর ব্লক সভাপতি-সহ ব্লক নেতৃত্বের তরফে শুনানি কেন্দ্রে নিকট আত্মীয় যাতে উপস্থিত থাকতে পারে তা নিয়ে একটি লিখিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। যদিও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দাবি নিকট আত্মীয় প্রবেশাধিকারের কোনও গাইডলাইন নেই তাঁদের কাছে।

৮৫ বছর বয়সে ভাঙা পা নিয়ে লাঠি হাতে শুনানি কেন্দ্রে বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: গুসকরায় আউশগ্রাম ১ ব্লক অফিস কার্যালয়ে শুনানি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সোমবার এস আই আর শুনানির তৃতীয় দিনে ভাঙা পা নিয়ে লাঠি হাতে হাজির হন ৮৫ বছরের বৃদ্ধা মালতি বীরবংশী। বৃদ্ধা জানে না এসআইআর খায় না, মাথায় দেয়। সে শুধু জানে শরীর খারাপ যতই থাক লাঠি হাতে গ্রামে গিয়ে লোকের কাছে হাত না পাতলে সারাদিনে হয়তো তাঁর কপালে জুটবে না খাবার। পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের বটগ্রামে এক চিলতে বাড়িতে থাকতো বৃদ্ধা। কিন্তু ভারী বর্ষায় কেরেছে সেই মাথা গোজার ঠাঁই টি ও। দুই ছেলে নিয়ে সংসার। এক ছেলে কাজের সূত্রে বাইরে। আর এক ছেলেকে নিয়ে ওই ভাঙা ঘরে কোনো রকমে করছে দিনযাপন। প্রতিবছরই ভোট আসে ভোট যায়। সকাল থেকে না খেয়ে লম্বা লাইন নিয়ে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে গেছেন। কিন্তু সোমবার সকালে হাজির হন এইআইআর শুনানি কেন্দ্রে। এসে জানেও না যে কেন তাঁকে ডাকা হয়েছে। নোটিসের কাগজ হাতে এদিক-ওদিক ঘুরতে দেখা যায় তাঁকে। শুধু এটুকুই বলতে পারে গ্রামের নেতারা বলেছে এই কাগজটা নিয়ে আর ভোটার কার্ডটা নিয়ে ব্লক অফিসে যেতে তাই তিনি এসেছেন। সোমবার ছিল ভেদিয়ার হাট। সে হাটে যেতে পারলেও কিছু টাকা রোজগার হতো। কিন্তু সেটা তো হলোই না উপরন্তু গ্রামেরই একজনের থেকে ৫০ টাকা ধার করে এসেছে গুসকরায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে বারবারই বলছে, 'আমি তো ভোট প্রতিবারই দিই, তবু আমাকে এই বয়সে এসে কেন ডাকা হল বুঝতে পারছি না।' এত কিছুর পরেও তার কোনো ক্ষোভ নেই কারোর প্রতি।

৯ জানুয়ারি বনগাঁ, ১৯ জানুয়ারি বারাসাতে অভিষেকের জনসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আগামী ১৯ জানুয়ারি বারাসাতের কাছাকাছি ময়দানে প্রকাশ্য জনসভার করবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার এমনটাই জানান বারাসাতের সাংসদ তথা বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সাংসদ জানান, ওইদিন দুপুর ১২টা নাগাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করবেন। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস জানান, ৯ জানুয়ারি রানাঘাট, কৃষ্ণনগর ও বনগাঁয় আসবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বনগাঁয় পদযাত্রা করে ঠাকুরবাড়ি যাওয়ার কথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। বনগাঁ থেকেই রানাঘাট ও কৃষ্ণনগরে যাবেন বলেই জানান বিশ্বজিৎ দাস। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় আসা নিয়ে সোমবার মধ্যমগ্রামের দলীয় কার্যালয়ে সভা করেন চার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, পার্থ ভৌমিক, বিশ্বজিৎ দাস, বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন। সভায় উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। এসআইআর নিয়ে মানুষের হয়রানি, বিজেপির কুৎসার যোগ্য জবাব দিতে এবং ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন আগে দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করতে জেলা জেলায় সভা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কর্মসূচিতেই বনগাঁ ও বারাসাতে আসবেন বলেই দলীয় সূত্রে জানা গেছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের আসাকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। সেই উপলক্ষে আগামী ২ জানুয়ারি মধ্যমগ্রাম পুরসভার নজরুল শতবার্ষিকী সদনে চার সাংগঠনিক জেলার সকল জনপ্রতিনিধি ও দলীয় পদাধিকারীকদের নিয়ে সভা ডাকা হয়েছে।

সন্তুষ্ট হলেন না মাইক্রো অবজার্ভাররা, আশঙ্কায় বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চূড়ান্ত কষ্টে শুনানি শিবিরে এসেও কমিশনে নির্দিষ্ট নথি দেখাতে না পারায় সন্তুষ্ট হলেন না মাইক্রো অবজার্ভাররা। আশঙ্কা তাড়া করে বেড়াচ্ছে অশিতিপর বৃদ্ধকে। রাজনৈতিক তরজা। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় কোনোভাবে বাদ পড়ে গিয়েছিল নাম। দিতে পারেননি বাবা ও মা ২০০২ সালের তথ্যও। অগত্যা নো ম্যাপড হয়ে এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের ভীমাহার গ্রামের অশিতিপর ও অসুস্থ বৃদ্ধ তারাপদ পাঁজা। শুনানিতে গিয়েও মিলল না সুরাহা। তাঁর দেখানো নথিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা সন্তুষ্ট না হওয়ায় এবারও তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হওয়া নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। আর তাতেই কার্যত ভেঙে পড়েছেন ওই বৃদ্ধ। ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের ভীমাহার গ্রামের বছর ৭৪ এর বাসিন্দা তারাপদ পাঁজা। বয়সের কারণে শরীরে বাসা বেঁধেছে বিভিন্ন অসুখ। চলাফেরা সেভাবে করতে পারেন না। তিনি ২০০৮ সালের আগে পর্যন্ত কর্মসূত্রে থাকতেন কলকাতায়। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় কোনও কারণে তাঁর নাম বাদ পড়ে যায়। পরের বছরই শিয়ালদায় ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিলেন। কিন্তু এসআইআর শুরু হওয়ার পর এনুমারেশান ফর্মে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় থাকা নিজের বা নিকট আত্মীয়দের তথ্য দিতে পারেননি। ফলে খসড়া তালিকায় নাম বাদ পড়ে যায়। ডাক পান শুনানিতে। দুই মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে আজ কোনোমতে এসে হাজির হয়েছিলেন কোতুলপুর বিডিও অফিসের শুনানি কেন্দ্রে। সেখানে ২০০২ সালের আগের জমির মালিকানা সংক্রান্ত নথি, প্রাইভেট প্রভিডেন্ড ফান্ডের নথি-সহ বিভিন্ন নথি পেশ করেন। কিন্তু কমিশন নির্দিষ্ট কোনো নথি দিতে না পারায় সন্তুষ্ট হননি শুনানিতে অংশ নেওয়া আধিকারিকরা। আর এতেই চূড়ান্ত আশঙ্কা গ্রাস করে তাঁকে। এরপর তাঁর কী করণীয় তা বুঝতে না পেরে তিনি হাজির হন শুনানি শিবিরের অদূরে থাকা তৃণমূলের ভোট রক্ষা শিবিরে। সেখানে থাকা তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁকে আশ্বস্ত করে। তৃনমূলের দাবি, কমিশনের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন ওই বৃদ্ধ। তৃণমূলের অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপির দাবি, ওই ব্যক্তির ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে তাঁরাও সচেষ্ট হবেন।

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.
রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ১ম তল
৫, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রের ২৭.১২.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত আমাদের দখল নোটিশ অধীনে- ক্রম নং : ১৮ ঋণগ্রহীতার নাম : **"শ্রী সমীর কুমার সাহা এবং শ্রীমতি দেবযানী সাহা।** লোন অ্যাকাউন্ট নং পড়তে হবে **"WB0070610002601"**-- 'WB0070610001218' এর পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

আইনি নোটিশ

প্রতি
১. **মেসার্স দেবকন হাউসিং প্রা. লি.,** ২৫/২১, প্রিন্স গোলাম মহ শাহ রোড, কলকাতা-৭০০০৯৫
২. **শ্রীমতি ছায়া সেন,**
৩. **শ্রীমতি মালা দত্ত,** উভয়ের ঠিকানা : ২০৮/৮, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা -৭০০০২৯
৪. **শ্রীমতি ব্রততী মল্লিক,** ২২/সি, এভিনিউ সাউথ, সন্তোষপুর, থানা - সার্ভে পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৭৫।
৫. **শ্রীমতি নরেন্দ্র কাউর,**
৬. **শ্রীমতি রেণুকা দেবী নন্দা**
৭. **শ্রী মিঠুন কুমার মন্ডল,**
৮. **শ্রী বিশ্বরূপ অধিকারী,**
৯. **শ্রী রাকেশ কুমার সাউ**
১০. **শ্রীমতি সরস্বতী পাল,**
১১. **শ্রী সুমন দেব সরকার**
১২. **শ্রী কপিল দেও ঠাকুর,** সকলের ঠিকানা : ২০৮/৮, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা -৭০০০২৯।

এবং
সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমরা ইউকো ব্যাঙ্ক, ভারত সরকারে অধীনস্থ সংস্থা, প্রধান কার্যাল ১০, বি টি এম সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১, জনৈক মেসার্স দেবকন হাউসিং প্রা লি. এর অনুরোধক্রমে নং ১. এবং সর্বশ্রী নীহার রঞ্জন পাল চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন পাল চৌধুরী, উভয়ে প্রয়াত এবং শ্রীমতি ছায়া সেন, সংশ্লিষ্ট ক্রম নং ২, প্রয়াত চিত্তরঞ্জন পাল চৌধুরী এর সকল উত্তরাধিকারীগণ বাঁশদ্রোণী শাখা থেকে অতিরিক্ত ঋণসুবিধা গ্রহণ করেছেন যার সীমা ২০.০০ লাখ টাকা উক্ত কোম্পানির অনুকূলে, সংশ্লিষ্ট নং ১ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সমপরিমাণ বন্ধক রেখেছেন সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাপ ২ কাঠা ১২ ছটাক ৫ বর্গফুট কমবেশি প্রেমিসেস নং ২০৮/৮, রাসবিহারী এভিনিউ, থানা গড়িয়াহাট (পূর্বতন টালিগঞ্জ),কলকাতা - ৭০০০২৯ (পরবর্তীতে বন্ধকদত্ত সম্পত্তি হিসেবে উল্লিখিত) জামিন হিসেবে। উক্ত কোম্পানি উক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছে কিন্তু বকেয়া পরিমাণ ৮,৮৫,৩৩,৬৮০.৩৬ টাকা (আট কোটি, পঁচাশি লাখ, তেত্রিশ হাজার ছয়শো আশি টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ ১৫.৫৯ শতাংশ বার্ষিক হারে ১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ থেকে এবং সুদ হিসেবকৃত ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অনুযায়ী পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ব্যাংক কর্তৃক আদায় প্রক্রিয়া চলাকালীন দেখা গেছে যে তৎকালীন জামিনদার সর্বশ্রী নীহাররঞ্জন পাল চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন পাল চৌধুরী, উভয়ই মৃত এবং শ্রীমতি ছায়াসেন, এখানে ঠিকানা নং ২ এবং পরবর্তীকালে, মৃত চিত্তরঞ্জন পাল চৌধুরীর সমস্ত উত্তরাধিকারী, যার মধ্যে ঠিকানা নং ২, ৩ এবং ৪, উল্লিখিত কোম্পানির সাথে যোগসাজশে, ঠিকানা নং ১ জালিয়াতির মাধ্যমে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তির একটি বড় অংশ এখানে ঠিকানা নং ৫ থেকে ১২ এবং অন্যান্যদের কাছে তাদের অন্যায় লাভের জন্য মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

ইতিমধ্যে, উপরে উল্লিখিত ঠিকানা নং ২, ৩ এবং ৪, এককালীন নিষ্পত্তির (ওটিএস) জন্য ব্যাংকের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং ৫,০০,০০০/- টাকা অগ্রিম প্রদান করেছিলেন কিন্তু সম্মতি অনুসারে বাকি পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। অতএব, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আপনি, প্রাপক এবং যে ব্যক্তিরা উপরে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তিতে কোনও দলিল, যেমন নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল ইত্যাদির মাধ্যমে অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ দাবি করছেন এবং/অথবা দাবি করছেন, এই ধরনের সমস্ত দাবিকৃত অধিকার "অধীনস্থ" এবং/অথবা ব্যাংকের "বন্ধকী" অধিকারের অধীনস্থ হিসাবে বিবেচিত হবে। এটি নজরে এসেছে।

ব্যাংক এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আপনাদের সকলকে যৌথভাবে এবং/অথবা এককভাবে ৮,৮৫,৩৩,৬৮০.৩৬ টাকা (আট কোটি পঁচাশি লাখ তেত্রিশ হাজার, ছশো আশি টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) একত্রে ১৫.৫৯ শতাংশ হারে বার্ষিক সুদসহ ১ আগস্ট, ২০২৫ থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত গণনা করা সুদসহ ষাট (৬০) দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানাচ্ছে, অন্যথায় ব্যাংক সারফেসি আইন, ২০০২ এর বিধান অনুসারে বা অন্য কোনওভাবে তার সুরক্ষিত সম্পত্তি হিসাবে বন্ধকী সম্পত্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত পুনরুদ্ধারের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আইনত পরামর্শ অনুসারে আপনার সকলের বিরুদ্ধে কোনও রেফারেন্স ছাড়াই সমস্ত দেওয়ানি এবং ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
তারিখ : ২৯.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
ইউকো ব্যাংক
অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা
২, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০২২

জি আর কে হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. অফিস : দি চেম্বারস, স্যুট নং ৬০৬-৬০৮, ১৮৬৫, রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কলকাতা, ৭০০১০৭
CIN : U70101WB1981PTC034275 ইমেল : sandeep@skagrawal.co.in

যৌথ পাবলিক নোটিশ

(ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (অ-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থা - শেয়ারহোল্ডিং বা নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণ) নির্দেশাবলী, ২০২৫ (এরপরে "নির্দেশাবলী" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধ্যায় II এর অনুচ্ছেদ সি এর অধীনে রেফারেন্স নং RBI/DOR/2025-26/340– DOR.HOL.REC.259/16.13.100/2025-26, তারিখ ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ সহ।

এই পাবলিক নোটিশটি যৌথভাবে কোম্পানি জি আর কে হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে শ্বেতা এস্টেটস প্রা. লি.) ("কোম্পানি") এবং নির্দেশিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ সি-এর অনুচ্ছেদ ৮ থেকে ১০ অনুসারে প্রস্তাবিত স্থানান্তরিত ব্যক্তিরা, যথা শ্রী সন্দীপ আগরওয়াল, শ্রী তানিশ আগরওয়াল এবং শ্রীমতী জাহ্নবী আগরওয়াল (স্থানান্তরিত)।

পটভূমি
জি আর কে হোল্ডিং প্রা. লি., কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে নিগমিত এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত (এরপরে "আরবিআই" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সার্টিফিকেট নম্বর বি.০৫.০৫৬২৩ অনুসারে একটি নন-ডিপোজিট গ্রহণকারী নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানি হিসেবে, যার নিবন্ধিত অফিস দ্য চেম্বারস, স্যুট নং ৬০৬-৬০৮, ১৮৬৫, রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কলকাতা, ৭০০১০৭-এ অবস্থিত, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং পরিবর্তন করতে চায়।

শেয়ারহোল্ডিং এর প্রস্তাবিত স্থানান্তর
কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার হস্তান্তর কার্যকর করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, যার ফলে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্নে পরিবর্তন আসবে, নিম্নরূপ :

হস্তান্তরকারী	অধিগ্রহণকারী	শেয়ার সংখ্যা	অধিগ্রহণকারীর বর্তমান শেয়ার সংখ্যা	স্থানান্তর পরবর্তী শেয়ার	স্থানান্তর পরবর্তী শেয়ার শতাংশ
শ্রীমতি নীলম আগরওয়াল	শ্রী সন্দীপ আগরওয়াল	৩০০০০	৯৭৫১০	২৩৬৩৩০	৬২.৭০
সন্তোষ কুমার কিশানপুরয়া এইচইউএফ	শ্রী সন্দীপ আগরওয়াল	৭৭০২০			
শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল	শ্রী সন্দীপ আগরওয়াল	৩১৮০০			
শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল	শ্রী তানিশ আগরওয়াল	১০০	-	১০০	০.০২৫
শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল	কুমারী জাহ্নবী আগরওয়াল	১০০	-	১০০	০.০২৫

উপরোক্ত স্থানান্তরের ফলে আরবিআই নির্দেশাবলীর অধীনে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে শেয়ারহোল্ডিংয়ে পরিবর্তন আসবে এবং সেই অনুযায়ী উক্ত নির্দেশাবলীর পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন।

আরবিআই অনুমোদন
নির্দেশাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, আরবিআই কোম্পানিকে জারি করা ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, যার রেফারেন্স নং KOL.DOR.DOR.No.S806/01-01-001/2025-2026, প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডিং স্থানান্তরের জন্য তার পূর্ব লিখিত অনুমোদন প্রদান করেছে।

হস্তান্তরের কারণ
প্রস্তাবিত শেয়ার হস্তান্তর একটি উপহারের মাধ্যমে করা হচ্ছে, পরিবারের মধ্যে মালিকানা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে এবং এটি কোনও বাণিজ্যিক শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে করা হচ্ছে না।
প্রস্তাবিত লেনদেনটি পূর্ববর্তী বিভিন্ন সম্মত শর্ত পূরণের পরে এবং জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কার্যকর হবে, নির্দেশাবলীর বিধান এবং ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের আরবিআইয়ের চিঠি অনুসারে।
প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডিং হস্তান্তরের বিরুদ্ধে যে কোনও ব্যক্তির আপত্তি থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে তা জানাতে পারেন। বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ঠিকানায় অথবা sandeep@skagrawal.co.in ই-মেইলে পরিচালক শ্রী শরৎ কুমার বেহুরাকে পাঠানো হবে।
যদি উপরোক্ত সময়ের মধ্যে কোনও আপত্তি না পাওয়া যায়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে প্রস্তাবিত স্থানান্তরের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি নেই।

জি আর কে হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সরৎ কুমার বেহুরা
ডিরেক্টর

স্বা/- সন্দীপ আগরওয়াল
স্বা/- তানীশ আগরওয়াল
স্বা/- জাহ্নবী আগরওয়াল

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
দক্ষিণ কলকাতা শাখা
১১১ এ/২বি এস পি মুখার্জি রোড, কালীঘাট
রাসবিহারি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৬

দখল নোটিশ ধারা ১৩(৪) (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.১০.২০২৫** তারিখে **১. মেসার্স মা তারা কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা - অমিয় ভিলা, ২৪ রাজডাঙ্গা নবপল্লী পূর্ব, বিবেকানন্দ পল্লী পূর্ব, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০১০৭, ২. শ্রী মোহন নায়েক (স্বত্বাধিকারী, জামিনদাতা, বন্ধকদাতা) পিতা প্রয়াত সুকুমার নায়েক, ফ্ল্যাট নং সি২ ৪র্থ তল, অমিয় ভিলা, ২৪ রাজডাঙ্গা নবপল্লী পূর্ব, বিবেকানন্দ পল্লী পূর্ব, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০১০৭ ৩. শ্রী টোটন মিত্র (জামিনদাতা, বন্ধকদাতা) পিতা প্রদ্যুৎ মিত্র, ফ্ল্যাট নং সি২ ৪র্থ তল, অমিয় ভিলা, ২৪ রাজডাঙ্গা নবপল্লী পূর্ব, বিবেকানন্দ পল্লী পূর্ব, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০১০৭ ৪. শ্রীমতী সোমা মিত্র (সাহা) (জামিনদাতা, বন্ধকদাতা) পিতা প্রদ্যুৎ মিত্র, ফ্ল্যাট নং সি২ ৪র্থ তল, অমিয় ভিলা, ২৪ রাজডাঙ্গা নবপল্লী পূর্ব, বিবেকানন্দ পল্লী পূর্ব, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০১০৭** সংশ্লিষ্ট ঋণ **দক্ষিণ কলকাতা শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬১,১৮,৩৯৭.০০ টাকা (একষট্টি লাখ আঠার হাজার তিনশ সাতানব্বই টাকা)** ০৯.১০.২০২৫ **অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **৬১,১৮,৩৯৭.০০ টাকা (একষট্টি লাখ আঠার হাজার তিনশ সাতানব্বই টাকা)** ০৯.১০.২০২৫ **অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

বন্ধকদত্ত সম্পদ

স্বত্বাধিকারী	জমির এরিয়া	দলিলের বিস্তারিত
শ্রী মোহন নায়েক শ্রী তোতন মিত্র শ্রীমতি সোমা মিত্র	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট (নং সি২), চতুর্ততলে, পরিমাপ কমবেশি ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ৩ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ বাথ এবং প্রিভি, ১ বারান্দা, কেএমসি প্রেমিসেস নং ২৪, রাজডাঙ্গা নব পল্লি (নারকেল বাগান) (বিবেকানন্দ পার্ক), কলকাতা -৭০০০৭৮ (বর্তমানে কলকাতা-৭০০১০৭) ওয়ার্ড নং ১০৭, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা, ছাদ ইত্যাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া রোড; **দক্ষিণে :** অন্যান্য জমি; **পূর্বে :** গৌর দত্ত এর জমি; **পশ্চিমে :** ক্যানাল।	দলিল নং I-04236-2010 সালের

তারিখ : ২৯.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Bank of India BOI
Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

দায়বদ্ধ স্বর্ণারত্ন/অলংকার/মুদ্রা সাধারণ নিলামে বিক্রির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ব্যক্তিগণ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ে যুক্ত/গহনা/মুদ্রা এবং সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিকবার নোটিশ/এবং লিখিত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দেননি।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ তাদের স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় সুদ, শুল্ক চার্জ এবং ব্যয় সহ) ২২.০১.২০২৬ (শেষ কাজের দিন) তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের শাখা প্রেমিসেসে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার/রত্ন/মুদ্রা সমুদয় সাধারণ নিলামে **২৭.০১.২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা থেকে** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অসুবিধা বা ক্ষতির বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় বহন করবে না এবং কোনও অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব ঋণগ্রহীতাদের তরফে গ্রাহ্য হবে না।
যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিলামে অংশ নিতে উৎসুক তাদের ৫০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট উক্ত তারিখ/সময়ের পূর্বে দাখিল করতে হবে বায়না জমা হিসেবে। যে সকল ব্যক্তি চূড়ান্ত ডাকে অংশ নেবেন তাদের পরবর্তী কাজের দিন ব্যাঙ্কের নিকট সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল করতে হবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ডাকমূল্য অপর্যাপ্ত বা নিম্ন বিবেচনায় নিলাম বাতিল করার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই। উক্ত নিলামের সূচি, তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তনের বা বাতিলের অধিকার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই।

অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার মোট ওজন
৪৩৬৯৭৭৬১০০০০৭৯২ এবং গোপালমঠ শাখা	মহ নাসিম আনসারি	পিতা মহ ইসরাইল জামবাদ, নিউ কলোনি ধনাদড়াই, কেন্দা, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পব-৭১৩৩৮৪	৫.৯০০ গ্রাম
৪৩৬৯৭৭৬১০০০০৭৬৮ এবং গোপালমঠ শাখা	মহ নাসিম আনসারি	পিতা মহ ইসরাইল জামবাদ, নিউ কলোনি ধনাদড়াই, কেন্দা, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পব-৭১৩৩৮৪	২২.৬৫০ গ্রাম
৪২৩৮৭৭৬১০০০৪১০৪ এবং গ্রামকুলটি শাখা	সাগর কুমার মোদক	নিবাস গ্রাম এবং পো : গ্রাম কুলটি, জেলা পূর্ব বর্ধমান	১০.৫০০ গ্রাম
৪২০০৭৭৬১০০০০৯২৭ এবং আসানসোল শাখা	নিশা রজক	স্বামী রামচন্দ্র রজক, কোয়ার্টার নং কে-৪১/৫, আপার রোড, বার্নপুর, আসানসোল, পিন ৭১৩৩২৫	১৬.৬০০ গ্রাম
৩৯০৬৭৭৬১০০০২০৭০ এবং বরাপালাসন শাখা	সৈফার মন্ডল	পিতা ইয়াদালি মন্ডল, নিবাস গ্রাম : বারারি, পো বিজুর, থানা মেমারি, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪২৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	৬.০০০ গ্রাম

তারিখ : ২৯.১২.২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কাটোয়ার নিখোঁজ বিএলও উদ্ধার পুরীর সমুদ্র সৈকত থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর-এর শুনানি প্রক্রিয়া। তার আগেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন কাটোয়ার ১ বিএলও অমিত কুমার মণ্ডল। রহস্যজনকভাবে বিএলও নিখোঁজ হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল কাটোয়া মহকুমায়। খবর পাওয়া মাত্রই ময়দানে নামে কাটোয়া থানার পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় অবশেষে পুরীর সমুদ্র-সৈকতে খোঁজ মেলে নিখোঁজ বিএলও-র। তাঁকে পুরী থেকে উদ্ধার করে কাটোয়া নিয়ে আসে পুলিশ। মঙ্গলবার বিএলও অমিত কুমার মণ্ডলকে কাটোয়া মহকুমা আদালতে বিচারকের সামনে হাজির করবে পুলিশ। নেওয়া হবে গোপন জবানবন্দী বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, গত ২৩ ডিসেম্বর বাড়িতে এসআইআর সক্রান্ত কাগজপত্র, নিজের পরিচয়পত্র ফেলে রেখে শুনানির আগেই হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান বিএলও অমিত কুমার মণ্ডল। কাটোয়া-১ নম্বর ব্লকের খাজুরডিহি পঞ্চায়েতের বিকিহাট এলাকার বাসিন্দা বিএলও অমিত কুমার মণ্ডলের ভাই অভিজিৎ মণ্ডল দাদা নিখোঁজ বলে কাটোয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অমিত বাবু কাটোয়ার ২৩ নম্বর বুথের বিএলও-র দায়িত্বে ছিলেন। এরপরই বিএলও-কে উদ্ধার করতে তৎপর হয়ে উঠে কাটোয়া মহকুমা প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অমিত বাবু কেতুগ্রামের উদ্ধারণপুর প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি শেয়ার মার্কেটে টাকা বিনিয়োগ করতেন। এর জেরে বাজারে লক্ষাধিক টাকার ধার হয়ে যায়। এরপরই ২৩ ডিসেম্বর বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে নিখোঁজ হয়ে যান। প্রথমে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে ওড়িশার পুরী গিয়ে আত্মগোপন করেন এক বন্ধুর কাছে। অন্যদিকে, নিখোঁজ বিএলও উদ্ধার হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে কাটোয়া মহকুমা প্রশাসন। কারণ, শুনানির জন্য তিনি ২৩ নম্বর বুথে ৩০ জন ভোটারের নোটিশ বিলি করেছেন। বিএলও হিসেবে তাঁর উপস্থিত থাকাটা বাধ্যতামূলক।

শুনানির কাজে বিএলএ ২-দের অংশগ্রহণের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে শুরু হয়েছে এসআইআর-এর শুনানি পর্ব। গত শনিবার থেকে শুনানি পর্বকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এসআইআর-এর শুনানির কাজে বিএলএ ২-দের অংশগ্রহণ করাতে হবে এই দাবিতে সরব রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। পূর্ব বর্ধমানের ভাতাড় ব্লক অফিস চত্বরে দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন জনপ্রতিনিধিরাও। ইতিপূর্বে এসআইআর-এর যে সমস্ত কাজ হয়েছে সেই কাজে বিএলও'দের সঙ্গে বিএলএ ২, তাঁরাও সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু শুনানির কাজে বিএলএ ২ অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের যারা প্রতিনিধি তাঁদের কোনরকম অংশগ্রহণ করতে দিচ্ছে না কমিশন। নির্বাচন কমিশন বিজেপির নির্দেশ অনুসারে কাজ করছে বলে অভিযোগ। অহেতুক ভোটারদের হয়রানি করানো হচ্ছে। প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের ও ডেকে পাঠানো হচ্ছে। শীতের মধ্যে দূর দূরান্ত থেকে এসে তাঁদের হাজিরা দিতে হচ্ছে কমিশনের কাছে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখান ব্লক অফিস চত্বরে। যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে প্রত্যেকটি জেলার জেলা শাসকের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোনোভাবেই শুনানির কাজে বিএলএ ২-রা অংশ নিতে পারবে না। সেই বিষয়টা সুনিশ্চিত করতে হবে প্রত্যেকটি জেলাশাসককে। অন্যথা হলে নির্বাচন কমিশনের যারা আধিকারিকরা রয়েছেন তাঁদেরকে জবাবদিহি করতে হবে বলেও কড়া ভাবে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এসআইআর-এর এই শুনানি পর্বকে ঘিরেই নতুন করে তপ্ত হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সল্টলেক শাখা, কলকাতা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ১৯.০১.২০২৬ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সল্টলেক শাখা, কলকাতা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৪৯,৫২,৯৫৩.০০ টাকা** (উনপঞ্চাশ লাখ বাহান্ন হাজার নশো তিপান্ন টাকা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ আদায় করা হবে **মেসার্স আরভি গারমেন্টস (সত্বাধিকারী সংস্থা)** ৪র্থ তল, ১/১৭, কুমুদ ঘোষাল রোড, আড়িয়াদহ, কলকাতা - ৭০০০৫৭। **আরও ঠিকানা** - ৬৯/বি, ডি ডি মন্ডল ঘাট রোড, পো - দক্ষিণেশ্বর, থানা - বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৭৬। **এবং আরও ঠিকানা** - ৭০ ডি ডি মন্ডল ঘাট রোড, পো - দক্ষিণেশ্বর, থানা - বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৭৬ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **মেসার্স আরভি গারমেন্টস (স্বত্বাধিকারী সংস্থা)** ৪র্থতল, ১/১৭, কুমুদ ঘোষাল রোড, আড়িয়াদহ, কলকাতা-৭০০০৫৭। **আরও ঠিকানা :** ৬৯/বি, ডি ডি মন্ডল ঘাট রোড, পো : দক্ষিণেশ্বর, থানা বেলঘড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৭৬। **এবং আরও ঠিকানা** - ৭০ ডি ডি মন্ডল ঘাট রোড, পো - দক্ষিণেশ্বর, থানা - বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৭৬ **শ্রী অরূপ কুমার পাল (সত্বাধিকারী মেসার্স আরভি গারমেন্টস)/বন্ধকদাতা** ৪র্থতল, ১/১৭, কুমুদ ঘোষাল রোড, আড়িয়াদহ, কলকাতা-৭০০০৫৭। **এবং আরও ঠিকানা :** ৬৯/বি, ডি ডি মন্ডল ঘাট রোড, পো : দক্ষিণেশ্বর, থানা বেলঘড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৭৬ **শ্রীমতি তানিয়া পাল (জামিনদাতা)** ৪র্থতল, ১/১৭, কুমুদ ঘোষাল রোড, আড়িয়াদহ, কলকাতা-৭০০০৫৭। আরও ঠিকানা : ৬৯/বি, ডি ডি মন্ডল ঘাট রোড, পো : দক্ষিণেশ্বর, থানা বেলঘড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৭৬। আরও ঠিকানা : ৭০, ডি ডি মন্ডল ঘাট রোড, পো : দক্ষিণেশ্বর, থানা বেলঘড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৭৬। **খ) সল্ট লেক শাখা, কলকাতা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের মালিকানাধীন উত্তর-পূর্ব মুখী ফ্ল্যাট নং ৪এ, চারতলায় পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৭০১ বর্গফুট (৫৬৬ বর্গফুট এবং ১৩৫ বর্গফুট) সুপার স্ট্রাকচার সহ মৌজা : বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৭, তৌজি নং ১৭২, সিএস খতিয়ান নং ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, আরএস খতিয়ান নং ১৭১১, সিএস দাগ নং ৪৩, ৪৪, ৪৬, হোল্ডিং নং ৫৮৯ (নতুন), প্রেমিসেস নং ১৫, বি টি রোড, কলকাতা -৭০০০৫৬, কামারহাটি পুরসভা অধীন, থানা বেলঘড়িয়া,উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফিডার রোড। দক্ষিণে : ত্রিনয়না অ্যাপার্টমেন্টের জমি এবং ভবন। পূর্বে : সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : রেনু সাধুখাঁ এবং অন্যান্যর জমি এবং ভবন এবং পরে বি টি রেডা। **বন্ধকদত্ত সম্পত্তি শ্রী অরূপ কুমার পাল,** পিতা শীতল চন্দ্র পাল এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-১৮০৭ -২০০৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর-কাশীপুর দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা।	**৪৯,৫২,৯৫৩.০০ টাকা** (উনপঞ্চাশ লাখ বাহান্ন হাজার নশো তিপান্ন টাকা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ২০,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (কুড়ি লাখ টাকা) **খ) ২,০০,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB03174010724** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) স্বত্ব দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.০১.২০২৬ থেকে ১৮.০১.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৯.০১.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং** ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৬.১২.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চৌরঙ্গি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ০৪.০২.২০২৬ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চৌরঙ্গি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২৪,৫০,২৮৮.৫০ টাকা** (চব্বিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার দুশো অষ্টআশি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) **৩১.০৮.২০২১ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ এবং **৩১.০৮.২০২৫ থেকে** আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স পঙ্কজ শীল (স্বত্বাধিকারী শ্রী পঙ্কজ শীল)** গ্রাম এবং পো : সাতগাছিয়া, থানা মেমারি, জেলা বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪২২। **শ্রী পঙ্কজ শীল (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ই/৩, ৫মতলে, বাইপাস অ্যাপার্টমেন্ট, অমরাপল্লি কলোনি, ৬৮/১১৪, যশোর রোড, পো এবং থানা দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৭৪, কলকাতা। **শ্রীমতী কল্পনা শীল (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ই/৩, ৫মতলে, বাইপাস অ্যাপার্টমেন্ট, অমরাপল্লি কলোনি, ৬৮/১১৪, যশোর রোড, পো এবং থানা দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৭৪, কলকাতা। **শ্রীমতী মৌমিতা শীল (জামিনদাতা)** ফ্ল্যাট নং ই/৩, ৫মতলে, বাইপাস অ্যাপার্টমেন্ট, অমরাপল্লি কলোনি, ৬৮/১১৪, যশোর রোড, পো এবং থানা দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৭৪, কলকাতা কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**১. ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স পঙ্কজ শীল স্বত্বাধিকারী : শ্রী পঙ্কজ শীল** গ্রাম এবং পো : সাতগাছিয়া, থানা মেমারি, জেলা বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪২২। **শ্রী পঙ্কজ শীল (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ই/৩, ৫মতলে, বাইপাস অ্যাপার্টমেন্ট, অমরাপল্লি কলোনি, ৬৮/১১৪, যশোর রোড, পো এবং থানা দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৭৪, কলকাতা। **শ্রীমতি কল্পনা শীল (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ই/৩, ৫মতলে, বাইপাস অ্যাপার্টমেন্ট, অমরাপল্লি কলোনি, ৬৮/১১৪, যশোর রোড, পো এবং থানা দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৭৪, কলকাতা। **শ্রীমতি মৌমিতা শীল (জামিনদাতা)** ই/৩, ৫মতলে, বাইপাস অ্যাপার্টমেন্ট, অমরাপল্লি কলোনি, ৬৮/১১৪, যশোর রোড, পো এবং থানা দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৭৪, কলকাতা। **খ) চৌরঙ্গি শাখা।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ই-৩, ৫মতলে, বাইপাস অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৯৭/৫, অমরপল্লি কলোনি, ৬৮/১১৪, যশোর রোড, পো এবং থানা দম দম, ওয়ার্ড নং ২২, দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৭৪, ইপি নং ১১৪, এসপি নং ৩৭, এসপি নং ৩৭ সিএস প্লট নং ১৯১(অংশ), মৌজা সাতগাছি, জেএল নং ২০, থানা দম দম, এরয়িা ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। **জমির প্লটের চৌহদ্দি :** উত্তরে : নিকাশি। দক্ষিণে : কলোনি রোড। পূর্বে : ইপি নং ১১৪। পশ্চিমে : ইপি নং ১৫। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ই-৪। দক্ষিণে : খোলা জায়গা। পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ই-২। পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	**২৪,৫০,২৮৮.৫০ টাকা** (চব্বিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার দুশো অষ্টআশি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) **৩১.০৮.২০২১ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ১৯,৩১,০০০.০০ টাকা (*)** (উনিশ লাখ একত্রিশ হাজার টাকা) **খ) ১,৯৩,১০০.০০ টাকা** (এক লাখ তিরানব্বই হাজার একশ টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB050443924211** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৫.০১.২০২৬ থেকে ০৩.০২.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৪.০২.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://www.baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং** ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৬.১২.২০২৫ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি শাখা
কলকাতা জোন
৫, বিটিএম সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট-IV [রুল -৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : শ্রীমতি জয়া শাউ এবং পাপ্পু শাউ। শাখা : অ্যাসেট রিকভারি শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ১৫ ছটাক ১৩ বর্গফুট (জি-১) দোতলা ভবন ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ৬৯৭ বর্গফুট প্রতিটি তলে কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কালিকাপুর, জেএল নং ২০, তৌজি নং ৫, আরএস খতিয়ান নং ৬০/১, সিএস দাগ নং ১২৮, আরএস দাগ নং ১১৮, আরএস নং ২ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫৪৩/৯, কালিকাপুর, থানা সার্ভে পার্ক, কলকাতা-৭০০০৯৯, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯, অ্যাসেসি নং ৩১-১০৯-০৬০৮-৪৬৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশ আরএস দাগ নং ১১৯। **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া কে এম সি রোড। **পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া কে এম সি রোড। **পশ্চিমে :** অংশ আরএস দাগ নং ১১৮, অংশ সিএস দাগ নং ১২৮।	১) ১৯.১০.২০২৪ ২) ২৪.১২.২০২৫ ৩) **১,৬৮,৫৫,২১৪.৮৮ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** (এক কোটি আটষট্টি লাখ পঞ্চান্ন হাজার দুশো চোদ্দ টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা)
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : শ্রীমতি রীতা শাউ এবং শিকান্দর প্রসাদ শাউ। শাখা : অ্যাসেট রিকভারি শাখা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের সম্পত্তি এক বাস্তু জমি পরিমাপ কমবেশি ৪.২৩৫ কাঠা এবং তদস্থিত ২ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা খামারচণ্ডী, জেএল নং ৭২, ৭৮, আরএস খতিয়ান নং ১৩৮৪ এবং এলআর দাগ নং ২৮৭, অবস্থিত জেলা হুগলি, থানা এবং এডিএসআর -হরিপাল, পঞ্চায়েত -হরিপাল আশুতোষ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন সম্পত্তি শ্রীমতি রীতা শাউ এর নামে। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে:** সম্পত্তি দাগ নং ৮৩৮। **দক্ষিণে :** সম্পত্তি দাগ নং ৩০১। **পূর্বে :** ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং সম্পত্তি দাগ নং ২৮৬। **পশ্চিমে :** সম্পত্তি দাগ নং ২৮৮।	১) ১৩.০৩.২০২৫ ২) ২৪.১২.২০২৫ ৩) **৫৪,৫৭,৪৭২.১৯ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** (চুয়ান্ন লাখ সাতান্ন হাজার চারশ বাহাত্তর টাকা এবং উনিশ পয়সা)

তারিখ : ২৪.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

আঞ্চলিক অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের কাছে বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১
মোবাইল নং. ৯১-৯৮০১৭১৫৬৫০ / ৯১-৭৯০৩০৮৩৩৩৫
ই-মেইল : recvbankro@centralbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গণ ও জামিনদার/গণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে। এই সম্পত্তিগুলির বাস্তবিক দখল, প্রতীকী দখল (বিশেষভাবে সম্পত্তির বিপরীতে চিহ্নিত) **সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য এই সম্পত্তিগুলি **''যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়'', ''যা আছে সেই অবস্থায়''** এবং **''যা কিছু আছে সেই অবস্থায়''** নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনরকম দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে তোলা সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নিতে হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না (ইএমডি.) নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত আছে।

ক্র. নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম	সম্পত্তির বিবরণ (ফ্ল্যাট / দোকান / জমি / ভবন ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমান গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	সোনিয়া মোটরস স্বত্বাধিকারী: মোহাম্মদ মাসুদ পিতা- সেখ ফরিদ মোহাম্মদ জামিনদার : সেখ সেলিম আলী এবং শ্রী লক্ষ্মীকান্ত মান্না শাখা অফিস - হলদিয়া	আবাসিক-তথা-বানিজ্যিক বিল্ডিং, যার **স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মাসুদ,** পিতা- সেখ ফরিদ মোহাম্মদ; টাইটেল ডিড নং আই-৭২৯, তারিখ ২৬.০২.২০০৪; যা থানা- ভবানীপুর, মৌজা - ভবানীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, জে.এল. নং ১৫০, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫০৮, দাগ নং ৬৯২ এবং ৬৯৩-এর অন্তর্গত; জমির পরিমাণ- ৮ ডেসিমাল, ওয়ার্ড নং ১৯, পিন- ৭২১৬০২। **সম্পত্তি আইডি: CBINBANK1500SONIA**	ক) ১৭.০৮.২০১৮ খ) ৩৫.৪৯ লক্ষ টাকা গ) ০৭.০১.২০১৯ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আর.পি. : ৯৫,৮১,০০০.০০ টাকা ইএমডি : ৯,৫৮,১০০.০০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০.০০ টাকা

ই-অকশন	পরিদর্শনের তারিখ	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ও সময়	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
সকল সম্পত্তির জন্য	১৬ জানুয়ারি, ২০২৬	১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা	১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত	১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ৮(৬) বিধি অনুযায়ী ১৫ দিনের সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অকশনটি ব্যাংকের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ই-অকশন এজেন্সির ওয়েবসাইট https://baanknet.com/ ই-অকশন এজেন্সির যোগাযোগের বিবরণ হল- পিএসবি অ্যালায়েন্স ইবিক্রয়, হেল্পডেস্ক নং +৯১ ৮২৯১২ ২ ০২২০, ই-মেইল support.baanknet@psballiance.com।
বিডার নিবন্ধন এবং ইএমডি পেমেন্ট/ফেরত সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের জন্য- ই-মেইল support.baanknet@psballiance.com। কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন হেল্পডেস্ক অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করুন।
বিডারদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ধাপ ১: বিডার / ক্রেতা নিবন্ধন: বিডারকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল-আইডি ব্যবহার করে ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম **https://baanknet.com/** -এ নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাইকরণ: ই-কেওয়াইসি এর অংশ হিসাবে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই করা হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধাপ ১ এবং ২ বিডারকে অনেক আগে থেকে সম্পন্ন করতে হবে।
ধাপ ৩: ইএমডি পরিমাণ আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের নিলামের সময়/আগে তাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোডের (অর্থাৎ এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাংকিং) মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যদি গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ উপলব্ধ না থাকে, তবে সিস্টেম বিড করার অনুমতি দেবে না। নিবন্ধন, কেওয়াইসি নথির যাচাইকরণ এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর নিলামের সময়ের অনেক আগে সম্পন্ন করতে হবে। বিডাররা এক বা একাধিক সম্পত্তির জন্য অফার দিতে পারেন। শুধুমাত্র তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকলেই আগ্রহী বিডার ই-নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন। বিড করার সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>= ইএমডি পরিমাণ) থাকতে হবে। একাধিক সম্পত্তির জন্য অফারের ক্ষেত্রে বিডারদের প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ইএমডি জমা দিতে হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই বিডারদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডি পরিমাণ অনেক আগে থেকে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ইএমডি পরিশোধ/অকশন প্রক্রিয়াকালে বিডিংয়ের জন্য **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
ধাপ ৪: বিডিং প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল আগ্রহী নিবন্ধিত বিডাররা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে বিড করতে পারবেন।
যদি কোনো সম্পত্তির জন্য একক বিডার থাকে, তবে সেই একক বিডারকে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে উপরের সারণীতে উল্লিখিত বিড বৃদ্ধির পরিমাণের সমান বা তার বেশি অফার বাড়াতে হবে, অন্যথায় তাকে সফল বিডার হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার থাকবে না।
অকশন চলাকালীন ইএমডি পরিশোধ/বিডিংয়ের জন্য **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাংকগুলির ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ২৯.১২.২০২৫, স্থান: বাঁকুড়া — **অনুমোদিত অফিসার, সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল & টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল & টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
KOLHL17000603	1. মেসার্স ইনফোটেক ইঞ্জিনিয়ার্স প্রাঃ লিঃ (ইহার মালিক শ্যামাপদ চ্যাটার্জী মাধ্যমে) 2. সৌভিক চ্যাটার্জী 3. শ্যামাপদ চ্যাটার্জী	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 08/12/2025 এনপিএ তারিখ : 04/11/2025	02/12/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ 56,95,464.72/- (টাকা ছাপান্ন লাখ পঁচানব্বুই হাজার চারশো চৌষট্টি এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র)	**অনুসূচি - I** সমস্ত খণ্ড ও অংশ জমির মোট পরিমাপ 4 কাঠা 3 ছটাক 17 বর্গফুট। সমরূপ বা সামান্য কম বা বেশী একত্রে একটি অত্যন্ত পুরনো বসত আর.টি. শেড কাঠামোর মোট পরিমাপ 100 বর্গফুট। দাগ নং 1588, খতিয়ান নং 877 থেকে সীমা নির্ধারিত স্কীম প্লট নং 15 এবং 16, থানা – সোনারপুর, পরগণা মাগুরা, তৌজি নং 1, আর.এস. 172, জে.এল নং 59, যা রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড নং 30 সীমার মধ্যেই, মৌজা শ্রীপুর বাঘেরঘোলা এবং কথিত জমি নিম্নরূপে পরিবেষ্টিত : চতুর্সীমা — পূর্বদিকে: দাগ নং 1588–এর জমি। পশ্চিমদিকে: দাগ নং 1589–এর জমি। উত্তরদিকে: 12 ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ এবং দাগ নং 1588–এর জমি। দক্ষিণদিকে: দাগ নং 1588–এর জমি। **অনুসূচি - II** সমস্ত খণ্ড ও অংশ জমির মোট পরিমাপ 14 কাঠা 8 ছটাক 17 বর্গফুট। সমরূপ বা সামান্য কম বা বেশী একত্রে অত্যন্ত পুরনো দুটো পৃথক বসত আর.টি. শেড কাঠামোর মোট পরিমাপ 400 বর্গফুট। যেটা বাদ দিয়ে জমির পরিমাপ 12 কাঠা 7 ছটাক 14 বর্গফুট। দাগ নং 1587 থেকে এবং জমির পরিমাপ 2 কাঠা 1 ছটাক 3 বর্গফুট, দাগ নং 1588 থেকে, খতিয়ান নং 531 হাল 1164 এবং 877, স্কীম প্লট নং যথাক্রমে 19 এবং 20, থানা – সোনারপুর, পরগণা মাগুরা, তৌজি নং 1, আর.এস. 172, জে.এল নং 59, যা রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড নং 30 সীমার মধ্যেই, মৌজা শ্রীপুর বাঘেরঘোলা অন্তর্গত এবং কথিত জমি নিম্নরূপে পরিবেষ্টিত : চতুর্সীমা — পূর্বদিকে: দাগ নং 1588 এবং 1587–এর অংশ। পশ্চিমদিকে: দাগ নং 1589–এর জমি। উত্তরদিকে: দাগ নং 1588–এর জমি। দক্ষিণদিকে: কেয়া বাগান রোড।
H0054121062103 5349	1. অর্ণব চক্রবর্তী 2. কৃত্তিকা চক্রবর্তী 3. মেসার্স ইনগ্রেস সফ্টওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড (ইহার ডাইরেক্টর অর্ণব চক্রবর্তী মাধ্যমে)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 08/12/2025 এনপিএ তারিখ : 31/10/2025	02/12/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ 41,44,984.41/- (একচল্লিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার নয়শো চুরাশি টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র)	**অনুসূচি - I** নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 27 অন্তর্গত মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 158 (দলিল অনুসারে) এবং 158/বি, ঋষি বঙ্কিম স্ট্রিট, ''অমৃতা সদন'' হিসাবে বর্তমানে অবহিত ও নাম্বারযুক্ত উত্তর 24 পরগণা জেলাতে নৈহাটি থানার অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং 1154 এবং এল.আর. খতিয়ান নং 397 অন্তর্গত আর.এস. দাগ নং 2164/3477 এবং এল.আর. দাগ নং 3211–এর অংশ গঠন করার ওপর অধিষ্ঠিত প্রায় 4063 বর্গফুট বা 9.31 শতক পরিমাপের জমির প্লটের ওপর গঠন করা ও নির্মিত ইমারতের সমগ্র ফার্স্ট ফ্লোরের ওপর প্রায় 1438 বর্গফুট পরিমাপের সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। চতুর্সীমা — পূর্বদিকে: রাম বালি হরিজন। পশ্চিমদিকে: তপন কুমার রায়চৌধুরী। উত্তরদিকে: স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ। দক্ষিণদিকে: 8 ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ

তারিখ: 30.12.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

আরাবল্লী বিতর্কের মাঝেই বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর: আরাবল্লী মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ২০ নভেম্বরের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। যেখানে বলা হয়েছিল ১০০ মিটারের অধিক উচ্চতার ভূমিকেই পাহাড় বলে গণ্য করা হবে। পাশাপাশি এই মামলায় বিতর্কিত বিষয়গুলি পুনর্বিবেচনায় বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সেই রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত খনন কাজ চালানো যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের তরফে। শুধু তাই নয়, এই ইস্যুতে কেন্দ্র-সহ আরাবল্লী রেঞ্জে অবস্থিত রাজ্যগুলিকে নোটিস পাঠিয়েছে আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ২১ জানুয়ারি।

গত ২০ নভেম্বর শীর্ষ আদালতের একটি রায়ে বলা হয়েছিল, আরাবল্লী পাহাড়ের ১০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতার ভূমি ও আশপাশের ঢাল, সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে। এগুলিকেই আরাবল্লী পাহাড়শ্রেণির অংশ হিসাবে গণ্য করা হবে যার অর্থ এটাই যে ১০০ মিটারের কম পাহাড়গুলির সংরক্ষণের আওতায় থাকবে না। অথচ আরাবল্লীর ৯০ শতাংশ পাহাড়ের উচ্চতা ১০০ মিটারের নিচে। সুপ্রিম কোর্টের সেই রায়ের পরই বিতর্ক তৈরি হয়। ফুঁসে ওঠে হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাতের সাধারণ বাসিন্দা-সহ পরিবেশপ্রেমীরা। বিতর্ক মাথাচাড়া দিতেই এই ইস্যুতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে শীর্ষ আদালত। সোমবার সেই মামলাতেই এল গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আরাবল্লী মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, আদালতের নির্দেশকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে আরও স্পষ্টতার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি জানান, ২০ নভেম্বরের নির্দেশ কার্যকর করার আগে নিরপেক্ষ এবং নিখুঁত রিপোর্টের প্রয়োজন রয়েছে। খনির পরিবেশগত প্রভাব ও পাহাড়ের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ও সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয় আদালতের তরফে। একইসঙ্গে বিচারপতি জানান, এই বিশেষ কমিটির রিপোর্ট সামনে না আসা পর্যন্ত আরাবল্লী রেঞ্জে কোনওরকম খনন কাজ চালানো যাবে না। এছাড়াও, কেন্দ্র ও আরাবল্লী রেঞ্জে থাকা রাজ্যগুলিকে নোটিস পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত।

ধোঁয়াশায় ঢাকা রাজধানী, বন্ধ স্কুল, বাতিল উড়ান

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর: ঘন কুয়াশায় ঢেকেছে দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা। দৃশ্যমানতা বিপজ্জনক ভাবে কমে গিয়েছে। সোমবার ভোরে ধোঁয়াশায় কার্যত অদৃশ্য হয়ে যায় তাজমহল। যার জেরে বাতিল হয়ে গিয়েছে একাধিক উড়ান। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বদলানো হয়েছে অন্তত ২০০টি উড়ানের সময়সূচি। ব্যাহত হয়েছে রেল পরিষেবাও। প্রবল ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশার জেরে জেলাপ্রশাসন ২৯ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারী পর্যন্ত সমস্ত স্কুলে ছুটি ঘোষণা করেছে।

সোমবার সকাল ৭টায় দিল্লিতে বাতাসের গড় গুণমান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই) রেকর্ড হয়েছে ৪০২, যা 'ভয়ানক খারাপ' পর্যায়ে পড়ে। ধোঁয়াশার কারণে শহরে দৃশ্যমানতা বিপজ্জনক ভাবে কমে যায়। দিল্লি বিমানবন্দরের আশপাশে দৃশ্যমানতা নেমে গিয়েছে ১২৫ মিটারে। ফ্লাইটরেডারের তথ্য অনুযায়ী, ঘন কুয়াশার জেরে সোমবার ভোর থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে ওঠানামার অন্তত ছ'টি উড়ান বাতিল করা হয়। সময় বদলেছে ২০০টিরও বেশি উড়ানের। যাত্রীদের জন্য আগেভাগেই সতর্কবার্তা জারি করেছে বিভিন্ন উড়ান সংস্থা। দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফেও জারি করা হয়েছে সতর্কবার্তা।

কুয়াশার প্রভাব পড়েছে রেল পরিষেবাতেও। সকাল থেকে বহু দূরপাল্লার ট্রেন দেরিতে চলছে। ঘন কুয়াশার জেরে কিছু কিছু এলাকায় রাস্তায় দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে। রবিবারই দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আগামী কয়েক দিন অত্যন্ত ঘন কুয়াশার পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং উত্তরপ্রদেশে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কুয়াশার দাপট চলবে। ভোর সাড়ে ৫টা থেকে সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ঘন কুয়াশার লাল সতর্কতা জারি হয়েছে দিল্লির বেশির ভাগ এলাকায়। আবহাওয়া দপ্তরের তরফে গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন, ফগ লাইট ব্যবহার করা এবং সকালের দিকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই পরিস্থিতি জম্মুতেও। সেখানেও ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল ব্যাহত হয়েছে বলে জানিয়েছে উড়ানসংস্থা ইন্ডিগো।

অন্ধ্রে যাত্রীবোঝাই ট্রেনের কামরায় আগুন, পুড়ে মৃত ১

অমরাবতী, ২৯ ডিসেম্বর : রেল। রবিবার গভীর রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে টাটানগর-এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস। ট্রেনে আগুন লেগে গিয়ে দু'টি কোচ একেবারে ভস্মীভূত হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, দুই কোচ মিলিয়ে মোট ১৫৮জন যাত্রী ছিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে আগুনে পুড়ে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের ইয়ালামানচিল্লিতে।

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাত পৌনে একটা নাগাদ আগুন লাগার খবর আসে তাঁদের কাছে। প্যান্ট্রি কারের ঠিক পাশেই থাকা বি১ এবং এম২ কোচে দাউদাউ করে আগুন ধরে যায়। দুই বাতানুকূল কামরায় যথাক্রমে ৮২জন এবং ৭৬জন যাত্রী ছিলেন। লোকো পাইলটদের চোখে পড়ে দুই কামরায় আগুন ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হয়। আগুনের শিখা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। কোনওমতে তাঁদের কামরা থেকে নামিয়ে আনা হয়। স্থানীয় দমকলবাহিনির সাহায্যে আগুন নেভানোর কাজ শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত দু'টি কামরাই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। যাত্রীদের উদ্ধার করা গেলেও তাঁদের যাবতীয় জিনিসপত্র চলে গিয়েছে আগুনের গ্রাসে।

আগুন নেভানোর পর বি১ কামরা থেকে এক বৃদ্ধের দগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। ৭০ বছর বয়সি ওই বৃদ্ধের নাম চন্দ্রশেখর সুন্দর। তিনি বিজয়ওয়াড়ার বাসিন্দা। দাউদাউ আগুনে জ্বলতে থাকা কামরা থেকে তিনি বেরতে পারেননি।

মেক্সিকোতে খাদে পড়ল ট্রেন, দুর্ঘটনায় মৃত কমপক্ষে ১৩

মেক্সিকো সিটি, ২৯ ডিসেম্বর: লাইনচ্যুত হয়ে খাদে পড়ল আস্ত ট্রেন। সোমবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটেছে উত্তর আমেরিকার দেশ মেক্সিকোতে। এখনও পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত হয়েছেন আরও বহু যাত্রী। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জোরকদমে চলছে উদ্ধার কাজ। ঠিক কী কারণে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হল তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৯৮ জন। যাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই অবস্থা গুরুতর। বাকি ১৯৩ জন যাত্রীর চিকিৎসাধীন থাকলেও তাঁরা বিপদমুক্ত বলে জানানো হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউম। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেখানকার সরকার।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে মেক্সিকোর ওয়াক্সাকা স্টেটের নিজান্দা শহরে। ২৫০ জন যাত্রী নিয়ে

গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিল ট্রেনটি। পাহাড়ি পথ ধরে যাওয়ার সময় কোনওভাবে লাইন থেকে ছিটকে যায় ট্রেনটি। দুর্ঘটনার যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘ ট্রেনের বেশ কয়েকটি কামরা লাইন থেকে ছিটকে খাদে পড়ে রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় ট্রেনটিতে ২৫০ জন যাত্রী ছিলেন। যাঁদের মধ্যে ৯ জন ক্রু মেম্বার ও বাকিরা যাত্রী।

ময়দান

কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে আরও একটি ম্যাচে নামবেন বিরাট!

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না বিরাট কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে একদিনের সিরিজে দুর্দান্ত সাফল্যের পর তিনি বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচে দিল্লির হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। যদিও বোর্ডের নির্দেশ ছিল যে, বিশ্বকাপের দলে থাকতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে এবং তাঁকে বিশেষ ছাড় দিয়ে বলা হয়েছিল, যে কোনও দু'টি ম্যাচ খেললেই চলবে। তবু কোহলি নিজে থেকে আরও একটি ম্যাচ খেলতে আগ্রহী। লক্ষ্য একটাই, ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের প্রস্তুতি আরও নিখুঁত করে তোলা। তাই ৬ জানুয়ারি রেলওয়েজের বিরুদ্ধে দিল্লির জার্সি গায়ে তাঁকে আবার খেলতে দেখা যাবে, সিরিজ শুরুর ঠিক পাঁচ দিন আগে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে কোহলি প্রথম দু'টি ম্যাচে শতরান করেছিলেন এবং তৃতীয় ম্যাচে অপরাজিত অর্ধশতরান করে সিরিজের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও জেতেন। সেই ছন্দের ধারাবাহিকতা দেখা গিয়েছে বিজয় হাজারেতেও। প্রথম ম্যাচে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে তিনি ১০১ বলে ১৩১ রান করেন। দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাতের বিরুদ্ধে মাত্র ৬১ বলে ৭৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। দু'ম্যাচ মিলিয়ে তাঁর মোট রান ২০৮। এই ইনিংসগুলির সুবাদেই তিনি লিস্ট এ ক্রিকেটে দ্রুততম ১৬ হাজার রানের মালিক হয়েছেন, যা তাঁর অসামান্য দক্ষতার আর একটি প্রমাণ।

কোহলি এখন ভারতের হয়ে শুধু একদিনের ক্রিকেট খেলেন, কারণ তিনি টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর বড় লক্ষ্য ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। আর সেই লক্ষ্যপূরণে তিনি বোর্ডের নির্দেশ যেমন মানছেন, তেমনই নিজের মানসিকতা ও প্রস্তুতির মানও উঁচুতে রাখছেন। বোর্ডের ছাড় থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করে দেয় যে, কোহলি এখনও নিজেকে নিখুঁতভাবে তৈরি রাখতে চান। তাঁর প্রস্তুতির প্রতি এই দায়বদ্ধতাই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে এবং প্রমাণ করে, বড় মঞ্চের আগে তিনি কখনওই শর্টকাটে বিশ্বাসী নন।

ক্লাব ক্রিকেটে ডিআরএস চালুর পথে সিএবি

নিজস্ব প্রতিবেদন:সিএবির ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটে আম্পায়ারিং নিয়ে অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। ম্যাচে ভুল সিদ্ধান্ত, আউট, নট আউট, এলবিডব্লিউ বা ক্যাচ সংক্রান্ত বিতর্ক প্রায়ই ক্লাব ও সমর্থকদের অসন্তোষ তৈরি করে। এই অভিযোগ পুরোপুরি বন্ধ করা কঠিন হলেও, তা কমিয়ে আনার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়েছে সিএবি। বিশেষ করে, ক্লাব ক্রিকেটেও ডিআরএস চালু করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, যা বঙ্গ ক্রিকেটে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

সম্প্রতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সিএবির প্রেসিডেন্ট পদে পুনরায় দায়িত্ব নিয়েছেন। আগেও তিনি ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে প্রযুক্তি ও আধুনিক ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করেছেন। এবারও তিনি স্থানীয় ক্রিকেটে ডিআরএস ব্যবহারের ব্যাপারে আগ্রহী। সিএবি সূত্রে খবর, ডিআরএস নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে এবং চলতি বছরের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড ও অবনমন পর্বের ম্যাচগুলোতে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সৌরভ বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকলেও, যোগাযোগ করা হলে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, ক্লাব ক্রিকেটে ডিআরএস চালু করা সিএবির পরিকল্পনার মধ্যেই রয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।

ডিআরএস চালুর সবচেয়ে বড় বাধা হল লজিস্টিক ও মাঠ, পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা। ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ ও অবনমন মিলিয়ে বহু ম্যাচ হয়, যা বিভিন্ন মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ডিআরএস চালু করতে হলে প্রয়োজন হক-আই, আল্ট্রা-এজ, বল-ট্র্যাকিং, রিভিউ মনিটর, উচ্চমানের ক্যামেরা সেট-আপ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ এবং প্রশিক্ষিত প্রযুক্তি পরিচালন দল। সিএবির হাতে থাকা মাঠগুলোর মধ্যে ইডেন গার্ডেন্স, সল্টলেকের যাদবপুর ক্যাম্পাস, কল্যাণী, ভিডিওকন এবং আদিত্য অ্যাকাডেমি-সহ ছয়-সাতটি মাঠে ডিআরএস প্রয়োগ কিছুটা সহজ হলেও, ময়দানের ছোট মাঠগুলোতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা অত্যন্ত কঠিন। মাঠগুলোর দর্শক, গ্যালারি, কন্ট্রোল রুম, কেবলিং ব্যবস্থা এবং ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল সেট করার মতো পর্যাপ্ত জায়গা না-থাকায় ডিআরএস সেট-আপ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়াও, মাঠ পাওয়ার সমস্যাও বড় চ্যালেঞ্জ। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকে ইডেন গার্ডেন্স স্থানীয় ম্যাচের জন্য পাওয়া যাবে না, কারণ ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে এবং তখন ইডেন আইসিসির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। বিশ্বকাপ শেষের দু'সপ্তাহ পর শুরু হবে আইপিএল।

আফ্রিকান নেশন্স কাপে জয় পেল মোজাম্বিক

মারাকেচ, ২৯ ডিসেম্বর: সেই ১৯৮৬ সালে আফ্রিকান নেশন্স কাপে জয় পেয়েছিল মোজাম্বিক। এরপর চার দশকেরও বেশি সময় তারা জয় থেকে বঞ্চিত ছিল। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান। চার দশক পর আফ্রিকান কাপ অব নেশন্স লিগে জয় পেল মোজাম্বিক।

আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে গ্যাবনকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ৪০ বছর পর জয়ের দেখা পেয়েছে মোজাম্বিক। ফাইসাল বাঙ্গাল, জেনি কাটামো ও দিয়েগো ক্যারিলার গোলে ঐতিহাসিক জয় পায় তারা। অন্য দিকে গ্যাবনের হয়ে একটি করে গোল করেছেন পিয়েরে এমেরিক আবামেয়াং ও অ্যালেক্স মুকেতু মুসুন্দা। মোজাম্বিকের কাছে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে গ্যাবনের। দুই ম্যাচ খেলে কোনও জয় পায়নি তারা। শূন্য পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলানিতে আছে তারা। আর এই জয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিন নম্বরে অবস্থান আছে মোজাম্বিক। এক ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে আইভরি কোস্ট।

গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডে সেরা ডেম্বেলে

দুবাই, ২৯ ডিসেম্বর: আবার সেই পিএসজির উসমান ডেম্বেলে। পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লিগ জিতিয়ে ব্যালন ডি'অর জিতেছেন। ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কারটাও পেয়েছেন. এবার পেলেন গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার।

ব্যালন ডি'অর দেওয়া হয় এক মরসুমের পারফরম্যান্স বিবেচনা করে। ফিফা দ্য বেস্টেও তাই। গ্লোব সকারেও বিবেচনা করা হয়েছে এক বছরের পারফরম্যান্স। সেই হিসাবে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতা ডেম্বেলে ২০২৫ সালে করেছেন ৩৩ গোল ও ১৫ অ্যাসিস্ট। গত বছর এই পুরস্কারটি গিয়েছিল ভিনিসিউস জুনিয়রের শোকেসে।

উল্লেখ্য,সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ভিত্তিক এই পুরস্কারটির জন্য প্রথমে জনসাধারণের ভোটে প্রতিযোগীদের নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে জনসাধারণ, সাংবাদিক, এজেন্ট, কোচ এবং প্রাক্তন খেলোয়াড়দের কাছ থেকে প্রতিযোগীদের নির্বাচন করা হয়। এরপর জুরি বোর্ডের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গ্লোব সকার বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দিয়ে থাকে। এবার মধ্যপ্রাচ্যের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় হয়েছেন পিএসজির দেজিরে দুয়ে, সেরা কোচ লুইস এনরিকে ও সেরা ক্লাব পিএসজি। এছাড়া লামিনে ইয়ামাল জিতেছেন সেরা ফরোয়ার্ড ও মারাদোনা পুরস্কার। সেরা জাতীয় দলের পুরস্কার গিয়েছে পর্তুগালের দখলে। এর বাইরে গ্লোব স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন নোভাক জোকোভিচ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No:- **04/15th CFC(Tied)/2025-26/Andulberia-I GP & 05/15th CFC (Tied)/2025-26/** Andulberia- I GP With Vide Memo No. 204/ Andulberia-I GP & 205/ Andulberia-I GP Dated: - 19-12-2025, The Last date for online submission of tender is **17/01/2026 upto 01.00 P.M.** For details, please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Andulberia-I Gram Panchayat

Latiaboni Gram Panchayat
P.O.- Durlovpur * Dist.- Bankura
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited for execution of 02 Nos. development work vide **e-NIT No. 12 (Sl. No. 01,02) (Fund- APAS) 2025-2026, Date- 29.12.2025.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Latiaboni Gram Panchayat

"REGIMENTAL SHOPS CONTRACT 2026-27"
1. The Station Commander, Air Force Station Salua invites sealed tenders to run the following regimental shops at Air Force Station Salua for the period from **01 Feb 26** to **31 Jan 27** (The same may be renewed another term of two years on the basis of satisfactory performances). Interested persons may apply (Ex-servicemen will be given priority)

Name of Shop	Monthly reserved rebate (Rs)
Milk & Bakery Shop	2750+ Rent & Allied
Fruit Shop	1925 + Rent & Allied
Vegetable Shop	1430+ Rent & Allied
Barber Shop	1500+ Rent & Allied
Tailor Shop	2260 + Rent & Allied
Cycle Repair Shop	555+ Rent & Allied
Apna Dhaba	5900 + Rent & Allied
RO Plant	2250 +10 filled RO Bottle per day + Rent & Allied
Scrap Vendor	1500 + Rent & Allied

2. Tender forms will be available at SI Office, AF Stn Salua from **30 Dec 25** to **05 Jan 26** at a cost of **Rs.200/-** on all working days between 0900hrs to 1300hrs. Sealed tenders are to be deposited in the tender box available at Sub guard room latest by cease work on **12 Jan 26 (R) 12 Jan 26**. Concerned Tenders / Bidders are invited to witness the opening of sealed tenders by the board of Officers on **13 Jan 26** at 1200hrs.
3. Successful bidders will have deposit security towards the payment of electricity and water charges, which would be equal to a minimum of three months rebate.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
NIQ No.- E-NIQ No.- ADDA/ASN/ED/NIQ-03 of 2025-2026 Dated 29.12.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online item rate quotation (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE&HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE
Memo No. TGMCH/3188/25 dt. 26.12.2025
e-NIQ is invited by the Principal from the reputed Agencies for supplying Medical Journals. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtender.gov.in, Last date of Bidding is 13/01/2026
Sd/- Principal

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE&HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE
Memo No. TGMCH/3189/25 dt. 26.12.2025
e-NIQ is invited by the Principal from the reputed Agencies for supplying Medical Books. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtender.gov.in, Last date of Bidding is 13/01/2026
Sd/- Principal

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028
"DUM DUM MUNICIPALITY HAS published several tenders in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to AMAR PARA AMAR SAMADHAN Schemes. There are various etenders from Development works to road repairs, drainage improvement and also Electrical Works under various wards across various Booths. The Last date for dropping Bids for various etenders is respectively different till January 15th 2026 Technical Bids opening is till January 17th 2026 respectively.
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Concrete Platform in front of Baganpara Unnayan Samity, Gopalmath, W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/122(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5005510_1 • Estimated Amount : 1,73,712.00/-
2) Name of the Work: Installation of Street Tap near Eshan Sinha House and Biplab Mukherjee House at Gopalmath W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/122(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5005510_2 • Estimated Amount : 1,74,951.00/-
3) Name of the Work: Improvement of Illumination with LED Street Light at Ishani Sinha, Debu Karmkar, Narayan Seal, Goyla Para Club, Basudeb Gope, Partha Mishra under W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/122(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5005510_3 • Estimated Amount : 1,82,252.00/-
4) Name of the Work: Repairing of Drain at Gowalpara (Basudeb Gope House to Club) and Daspara (B Mukherjee House to Chandan Sinha House) and Baganpara (School to Kajal Ghosh House) within W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/122(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5005510_4 • Estimated Amount : 4,67,885.00/-
5) Name of the Work: Improvement of Illumination with LED Street Light near Khagen Ghosh, Kanchan Ghosh, near Hari Mandir, Mid Day Meal, Mathur Pukur, Sujara Plot W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/125(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5005520_1 • Estimated Amount : 3,06,653.00/-
6) Name of the Work: Development of Pipeline Distribution Network from Gramin Bank to Punabad School W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/125(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5005520_2 • Estimated Amount : 4,95,118.00/-
7) Name of the Work: Repairing of Drain at Various Places of Gopalmath under W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/125(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5005520_3 • Estimated Amount : 1,78,769.00/-
8) Name of the Work: Installation of Street Tap at Subhas Pally near NC Nath House, Sinha House at Gopalmath W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/143(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5005532_1 • Estimated Amount : 1,74,951.00/-
9) Name of the Work: Repairing and Reconstruction of Water Supply Pipeline at Ghosh Para, Gopalmath W- 34.
e-Tender No. : WBDMC/W/143(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5005532_2 • Estimated Amount : 4,95,748.00/-
10) Name of the Work: Repairing of Drain at Subhas Pally, Baganpara and Ghosh Para W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/143(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5005532_3 • Estimated Amount : 1,48,316.00/-
11) Name of the Work: Installation of Street Tap near Bagan Para Kali Mandir and Bajrangbali Mandir, W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/143(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5005532_4 • Estimated Amount : 1,77,060.00/-
Last Date : 08th January 2026, up to 12:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **https://tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

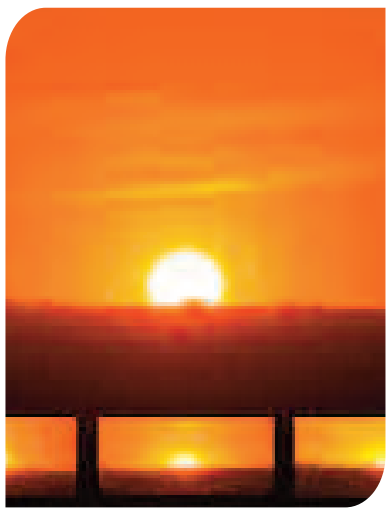

২০২৫

ঘটনার ঘনঘটা

মঙ্গলবার • ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ • পেজ ৮

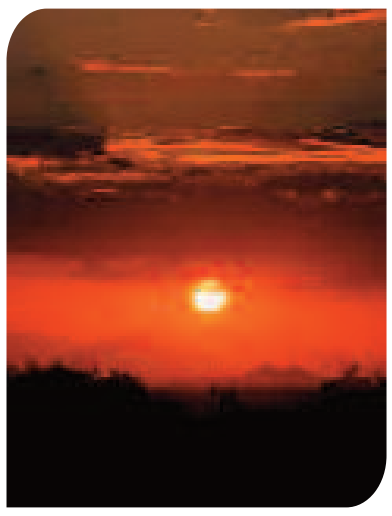

অশোক সেনগুপ্ত

কুম্ভমেলায় দুর্ঘটনা

(২৯ জানুয়ারি)

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে ১৪৪ বছর পর এই মহাকুম্ভ হল। এই সময় প্রচুর মানুষ পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমে (গঙ্গা, যমুনা সরস্বতী নদীর মিলনস্থল) স্নান করতে আসেন। সেখানে পদপিষ্ট হয়ে ১৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। অনেকে আহত হন। মৌনী অমাবস্যার দিনে দ্বিতীয় অমৃত স্নান ছিল। এর জন্য ৮-১০ কোটি মানুষ মহাকুম্ভ মেলায় পৌঁছন। মঙ্গল-বুধবার মধ্যরাতের পর প্রায় ১-২টার সময় ভিড়ের মধ্যে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

দিল্লি রেলস্টেশনে ভিড়ের ধাক্কায় ৩৩ জন হতাহত

(১৫ ফেব্রুয়ারি)

দিল্লি রেলস্টেশনে ভিড়ের ধাক্কায় কমপক্ষে ১৮ জন নিহত এবং ১৫ জন আহত হন। ১৪ এবং ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উপরে একটি ফুট ওভারব্রিজে কিছু যাত্রী পিছলে পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা যাতে আবার না ঘটে তার উপায় খুঁজে বের করতে ১৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লি হাইকোর্ট ভারতীয় রেলওয়ে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষদের নির্দেশ দেয় ।কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব দুই সদস্যের তদন্তকমিটি তৈরি করেন।

এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনা

(২২ মার্চ)

আহমেদাবাদের কাছে ফ্লাইট এআই ১৭১ বিধ্বস্ত হয়। সর্দার বল্লভভাই পটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যুক্তরাজ্যের লন্ডন গ্যাটউইক বিমানবন্দরগামী ওই উড়ান ভেঙে পড়ে বি জে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ওপর। ওই উড়ানের ২৪১ জন যাত্রী এবং মাটিতে ১৯, অর্থাৎ মোট ২৬০ জন জন মারা যান। ধ্বংসস্তূপ থেকে বেঁচে যান একজন। ওড়ার মাত্র ৩২ সেকেন্ড পরে, ৫ কিমি অতিক্রম করে ওই বিমান ভেঙে পড়ে। পরে জানা যায়, দুর্ঘটনার আগের ৪৮ ঘন্টায় বিমানটিতে **তিনটি বড় বৈদ্যুতিক ত্রুটি** ১১টি ছোটখাটো যন্ত্রাংশের ত্রুটি দেখা দিয়েছিল।

পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা

(২২ এপ্রিল)

২০২৫ সালের ২২শে এপ্রিল, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামের বাইসারান তৃণভূমিতে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন পর্যটকের (২৫ জন হিন্দু পর্যটক ও ১ জন স্থানীয় মুসলিম) মৃত্যু হয়। পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (TRF)-এর সদস্যরা এই হামলা চালায়। এতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে, নিন্দার ঝড় ওঠে আন্তর্জাতিক মহলে। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (NIA) এই ঘটনার তদন্তে লস্কর-ই-তৈবা (LeT) প্রধান হাফিজ সঈদ TRF প্রধান হাবিবুল্লাহ মালিককে অভিযুক্ত করে। জানা যায়, ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রী ছিল পাকিস্তান।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ

(এপ্রিল-মে)

পহালগাম হামলার পর ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়। দুই দেশ এই যুদ্ধের নাম দেয় 'অপারেশন সিন্দুর' ও 'অপারেশন বুনিয়ান-উম-মারসুস'। এই সামরিক অভিযান অনেকটাই ছিল প্রথম ড্রোন যুদ্ধ। ভারতের দাবি অনুযায়ী ৭০+ জঙ্গি নিহত হয়। পাকিস্তানের দাবি অনুযায়ী ৫৫ পাকিস্তানি নাগরিক নিহত ৪৬ আহত হন। ২৬ এপ্রিল এক টুইটে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এই কূটনৈতিক সংকটকে হেয় করে বলেন, 'দুই জাতির ওই লড়াই ১,০০০ বছর যাবৎ হয়ে আসছে।'

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে সংঘর্ষে বহু হতাহত

(৪ জুন)

বেঙ্গালুরুতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্রথম ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জয়ের উদযাপনের সময় বিপুল ভিড় হয়। সেখানে দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অসংখ্যক ভক্ত জড়ো হয়েছিলেন। দলের হোম গ্রাউন্ড এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে এই সংঘর্ষে ১১ জন নিহত এবং ৫৬ জন আহত হন।

তেলেঙ্গানায় রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে হতাহত ৭৯

(৩০ জুন)

সাঙ্গারেড্ডি জেলায় একটি রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণের পর আগুন লেগে ৪৬ জন নিহত এবং ৩৩ জন আহত হন। তেলেঙ্গানায় সিগাচি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মালিকানাধীন একটি কারখানায় এই ঘটনা ঘটে। এটি ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত একটি বাঁধাইকারী যৌগ মাইক্রোক্রিস্টালাইন সেলুলোজ (এমসিসি) তৈরি করত।

গুজরাতে গম্ভীরা সেতু বিপর্যয়

(৯ জুলাই)

গুজরাটের পাদরায় গম্ভীরা সেতু ধসে ২২ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। অতিরিক্ত ব্যবহার এবং অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপ্রতুল কাঠামোর জন্য এটি ঘটে। জাতীয় এবং রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-র কর্মীরা, স্থানীয় দমকল বাহিনী এবং ডুবুরিদের মোতায়েন করা হয় অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের জন্য।

রাজস্থানে বিদ্যালয়ে ছাদের অংশ ধসে ৩৪ হতাহত

(২৫ জুলাই)

রাজস্থানে রাজ্যের পিপলোদি সরকারি বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণীকক্ষের ছাদের একটি অংশ ধসে পড়ে। ৭ শিক্ষার্থী নিহত এবং ২৭ জন আহত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন। রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সহ অন্যান্য কিছু নেতা শোক প্রকাশ করেন। লোকসভার বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধী এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দায়ীদের শাস্তি দাবি করেন।

উত্তরাখণ্ডে আকস্মিক বন্যা

(৫ অগস্ট)

এই দুর্যোগে কমপক্ষে পাঁচজন নিহত এবং ৫০ জনেরও বেশি নিখোঁজ হন। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরাখণ্ড এবং অন্যান্য উত্তর ভারতীয় রাজ্যের বন্যা কবলিত অঞ্চল পরিদর্শন করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার কথা ঘোষণা করেন।

তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক সমাবেশে ধাক্কাধাক্কিতে বহু হতাহত

(২৭শে সেপ্টেম্বর)

তামিলনাড়ুর করুর জেলায় এক রাজনৈতিক সমাবেশ চলাকালীন ধাক্কাধাক্কিতে কমপক্ষে ৪১ জন নিহত এবং প্রায় ১০০ জন আহত হন। তামিলনাড়ু ভেত্রি কাজাগাম (টিভিকে) এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এই সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। প্রায় সাত ঘন্টা দেরিতে আসেন তিনি। করুর-ইরোড হাইওয়েতে ভেলুসামিপুরমে জনতার একটি বিশাল অংশ বিজয়ের গাড়িবহরকে এক ঝলক দেখার জন্য সেদিকে ছুটে এলে বিপত্তি হয়। ২৯শে সেপ্টেম্বর, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, সংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এল. মুরুগান এবং তামিলনাড়ুর ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সভাপতি নৈনার নাগেন্থান সহ, নিহতদের পরিবারের সাথে দেখা করে তাদের সমবেদনা জানান এবং সহায়তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন।

দিল্লিতে গাড়ি বিস্ফোরণে হতাহত অন্তত ৩৫

(১০ নভেম্বর)

২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর দিল্লিতে লাল কেল্লার কাছে একটি গাড়ি বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১৫ জন নিহত এবং ২০ জনেরও বেশি আহত হয়। দিল্লি পুলিশের মতে, বিস্ফোরণের সময় গাড়ির ভেতরে দুই থেকে তিনজন ছিলেন। প্রাথমিক পুলিশের অনুসন্ধানে জানা যায়, বিস্ফোরণটি একটি আত্মঘাতী হামলা। ১২ নভেম্বর, ভারত সরকার ঘটনাটিকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করে।

বিদেশের বড় ঘটনা

লস অ্যাঞ্জেলেসে জোড়া দাবানল

(৭ জানুয়ারী)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্যালিসেডস এবং ইটন; জোড়া দাবানলে একটি শহরতলি ধ্বংস হয়ে যায়। প্রায় ১৬,২৫০টি কাঠামো ধ্বংস হয়। ৪১,০০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে এ দুটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম ধ্বংসাত্মক দাবানল বলে চিহ্নিত। লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের উত্তর-পশ্চিমের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ আগুন। জ্বলতে থাকে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী শহর সান্তা মনিকা ও মালিবুর মতো সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা। আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্যাসাডেনার আশপাশের উপশহর সান ফার্নান্দো উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে।

ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের অবসান

(১৯ জানুয়ারী)

ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য ২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি ইসরাইল ও হামাস একটি প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি ও বন্দী বিনিময় চুক্তিতে সম্মত হয়। ১৯ জানুয়ারী থেকে তা কার্যকর হয়। প্রস্তাবটি প্রথম খসড়া করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশরও কাতারের মধ্যস্থতাকারীরা। ১৭ জানুয়ারী ২০২৫-এ, চুক্তিটি ইসরায়েলি নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা ও পরে পূর্ণ ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে এর মধ্যস্থাকারীরাও সাক্ষর করে।

প্রথম আলো', 'ডেইলি স্টার', 'ছায়ানট'-এ হামলা, আগুন

(১৯ ডিসেম্বর)

ঢাকার কারওয়ান বাজারে অবস্থিত দৈনিক 'প্রথম আলো' এবং 'দ্য ডেইলি স্টার' কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ হয়। 'প্রথম আলো' অফিসে অগ্নিসংযোগের পরে 'ডেইলি স্টারে' হামলা চালানো হয়। রাতে ঘটনাস্থলে যায় সেনাবাহিনী। তারা বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) সদস্যদের দেখা যায়। এরপর হামলাকারীরা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর ও ছায়ানট ভবনে গিয়ে ভাঙচুর করে।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ

(২০২৫)

২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মাঝ ডিসেম্বর পর্যন্ত রুশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনের প্রায় ৫ লাখ সেনা প্রাণ হারিয়েছেন। নিকট ভবিষ্যতে সেই ক্ষতি পূরণ করা কিয়েভের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হবে বলে দাবি করে রাশিয়া। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রেই বেলৌসোভ এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই তথ্য তুলে ধরেন। — রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম রাশিয়ান টেলিভিশন